Name of the study area: Rural
Data Type: IDI with Household
Length of the interview/discussion: 81:03 min
ID: IDI_AMR103_HH_R_22 May 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family members
Male	64	Class-V	Decesion Maker	10,000 BDT	2 Years-Female	No	Bangali	Total= 5; Child-2, Daughter in-law, Wife, Self.

প্রশ্নকর্তা:রেসপন্ডেন্ট নেম -----। চিলড্রেন আন্ডার ফাইভ। অংশগ্রহণকারীর নিজগ্রাম, নিজ ইউনিয়ন।..থানা। জেলা

উত্তরদাতা: টাঙ্গাইল।

প্রশ্নকর্তা:তো কাকা, আসসালামুআলাইকুম। আমি আসছি ঢাকা মহাখালি কলেরা হাসপাতাল থেকে। আমরা একটা গবেষনার কাজ করছি। যেখানে আমরা বুঝার চেষ্টা করছি মানুষ বা বাসাবাড়ির সমুহে পশুপ্রানী যখন অসুস্থ হয়, তখন তারা কি করে। তো আমরা যেটা বলতেছিলাম যে মানুষ বা বাসাবাড়ি সমুহে পশুপ্রানী যখন অসুস্থ হয়, তখন তারা কি করে। পরার্মশ বা চিকিৎসার জন্য কোথায় যায়। এই অসুস্থ জন্য তারা কি ধরনের ঔষধ কিনে। কোন ধরনের এন্টিবায়োটিক ক্রয় করে কিনা, এগুলো সর্ম্পকে আমি একটু জানতে চাইবো। তো এখন, এগুলা আমরা কি করবো, আমরা গবেষনাতে যাতে ভবিষ্যতে যে তথ্যগুলো আপনার কাছ থেকে পাবো, আপনার এগুলা আমরা এন্টিবায়োটিকের যথাযথ এবং নিরাপদ ব্যবহার যাতে ভবিষ্যতে করা যায়, সেজন্য আমরা কিছু কাজ করতেছি। এজন্য আপনার এখানে আসা। তো এখানে আপনি আমার সাথে কথা বললে আপনার কোন ধরনের ক্ষতি হবেনা।

উত্তরদাতা:না। ক্ষতি হয়বো ক্যা।

প্রশ্নকর্তা:আপনার যে ছোট বাচ্চা, যে ছোট নাতি আছে, তাইনা? তো এটার, এইযে তার অসুখ বিসুখ যদি হয়, তার ঔষধের জন্য সিদ্ধান্তটা কে নেয়?

উত্তরদাতা:আমারই নেওয়া লাগে।

প্রশ্নকর্তা:আপনাকে নেওয়া লাগে। তো আমরা একটু জোরে কথা বলবো। এদিকে মনে হয় একটু ছায়ার দিকে চলে আসেন। রোদ লাগে। জোরে কথা বললে কথাগুলো আমরা রের্কড করবো। আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমি আপনার কথা রের্কড করতে পারি। আপনি কথা বলতে রাজী আছেন আমার সাথে?

উত্তরদাতা:কথা বলবো না ক্যা, কথা বলবো।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। সেক্ষেত্রে আপনি এখানে একটা সাক্ষর দিবেন। এই জায়গাটাতে একটা সিগনেচার।

উত্তরদাতা:আমি চোখে কম দেখি তো। এই জায়গায়?

প্রশ্নকর্তা:জ্বী। তো প্রথমে আমি একটু শুনবো যে, ঐ বাচ্চাটা আপনার কি হয়?

উত্তরদাতা:আমার নাতি।

প্রশ্নকর্তা:নাতি, না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:আপনি কার সাথে খান? আপনার ছেলেমেয়ে কয়জন?

উত্তরদাতা:আমার ছেলে মেয়ে হইলোগা দুই ছেলে তিন মেয়ে।

প্রশ্নকর্তা:কয় ছেলেমেয়ে বললেন, একটু বলেন।

উত্তরদাতা:ছেলে মেয়ে হইলো পাঁচজন। দুই ছেলে তিন মেয়ে।

প্রশ্নকর্তা:তো মেয়েরা কি আছে আপনার কাছে নাকি বিয়ে দিয়ে দিছেন?

উত্তরদাতা:না। মেয়ে তিনোটা বিয়ে দেওয়া হয়ছে।

প্রশ্নকর্তা:এখন হইছে আপনার দুই ছেলে?

উত্তরদাতা:দুই ছেলে।

প্রশ্নকর্তা:দুই ছেলে কি একসাথে খায় নাকি পৃথক পৃথক?

উত্তরদাতা:ভিন্ন ভিন্ন।

প্রশ্নকর্তা: ভিন্ন ভিন্ন খায়। আপনি কার সাথে খান?

উত্তরদাতা:আমি বড় ছেলের সাথে খাই।

প্রশ্নকর্তা:আপনি বড় ছেলের সাথে খান? তাহলে বড় ছেলের ছেলেমেয়ে কয়জন?

উত্তরদাতা:দুইজন। একটা মেয়ে, একটা ছেলে। বড়টা হলো ছেলে, ছোটটা হলো মেয়ে।

প্রশ্নকর্তা:ছোটটার বয়স কত?

উত্তরদাতা:ছোটটার বয়স দেড় বছর।

প্রশ্নকর্তা:আর বড়টার?

উত্তরদাতা:সাত বছর।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। তো আপনার গরুছাগল কিছু আছে?

উত্তরদাতা:আছে।

প্রশ্নকর্তা: কয়টা আছে?

উত্তরদাতা: দুইটা গরু আছে। দুইটা ছাগল আছে। এই।

প্রশ্নকর্তা: হাঁসমুরগি কিছু আছে?

উত্তরদাতা:না। হাঁসমুরগি নাই। কবুতর আছে। চার পাঁচ জোড়া।

প্রশ্নকর্তা: কবুতর আছে চার পাঁচ জোড়া। আচ্ছা, তো এই যে এগুলা আছে, এগুলা আয় রোজগার কেমন হয় আপনার পরিবারে? ছেলে কি করে?

উত্তরদাতা:ছেলে চাকরি করে। ছোটখাটো একটা চাকরি করে। ঐযে ইয়ের। ঐ রাস্তার যে কন্ডাক্টর, রাস্তা যে মেইনরোডটা যে ঠিক করবার নিছে, ঐটার একটা গোডাউন আছে না? মালের গোডাউন আছে না? ঐ মালের গোডাউনে মানে সিকিউরিটি গার্ড।

প্রশ্নকর্তা: সিকিউরিটি গার্ড। না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:তো কেমন, তার আয় রোজগার কেমন?

উত্তরদাতা:আয় রোজগার তো বেতন দেয় মাত্র আট হাজার টাকা। ঐ দিয়ে তো আর সদাই খাই আর আমার সংসারে যা ইনকাম আছে, এটা দিয়ে আমি খাওয়া দাওয়া ঐডা। ওর পয়সা দিয়ে খালি সদাই কোনমতে চলে আরকি।

প্রশ্নকর্তা:ঐটা দিয়ে কি হয়?

উত্তরদাতা:সদাই করি।

প্রশ্নকর্তা:সদাই করেন?

উত্তরদাতা:বাজার, সদাই।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। সংসারে আর ইনকামের কি আছে?

উত্তরদাতা:আর ইনকাম হচ্ছে ক্ষেত খোলা আছে, ধান টান, এগুলা আছে। হয়তো দশ পনের মন বেচন যায় বছরে, খায়য়া টায়য়া। হয়তো এভাবেই।

প্রশ্নকর্তা:দশ পনের কি বললেন?

উত্তরদাতা:দশ পনের মন ধান হয়তো বেচন যায় খাওয়া দাওয়ার পরে। ঐটুকুই আয়।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে এগুলি মিলে আপনাদের আয় রোজগার কত আসে মাসে?

উত্তরদাতা:এটা তো আমরা মোটামুটি ধরেন হিসাব টিসাব করিনা। তাতে আমার ইনকাম খুব থাকেনা।

প্রশ্নকর্তা:কত হয়?

উত্তরদাতা:মোটামুটি চালানসই। বাড়েওনা কমেওনা।

প্রশ্নকর্তা:ছেলেরটা হয়ছে আট হাজার টাকা সে বেতন পায়। আর আপনি ধরেন ক্ষেত খামারি যেগুলা লাগান, সবজি টবজি লাগান ৫:০০

উত্তরদাতা:না, কামলা টামলা করন লাগে তো। কামলা টামলারে দিয়া টিয়া থাকেইনা।

প্রশ্নকর্তা:দিয়ে থাকেনা?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:তাও যদি আপনি চিন্তা করেন যে, গত দুই মাসের কথা যদি আপনি চিন্তা করেন যে ধানটান বেচছেন, বা এই করছেন, লাগায়ছেন, কামলা টামলারে দিয়া আপনার কতটাকা করে মাসে আছে?

উত্তরদাতা:মাসে আমার হিসাবে আমার বাড়তি, আমার পরিবারে একটা অসুখ। তার পাছে পয়সা খরচ করা লাগে। তাতে আমার নাদাই পড়ে। হয়তো একটা গাছ বেচি। ঐ দিয়ে তার চিকিৎসা করি।

প্রশ্নকর্তা:পরিবারে কি অসুখ?

উত্তরদাতা:অসুখ কি, তার ভিতর বলে খালি কেমন লাগে। লাগে, হেইডার লাইগা ঐযে কি জানি বলে, পাশের এক শহরে, একটা সেক দেয় বলে, কি একটা ইয়ে বের হয়ছে। হেইখানে গেছে। আমরাও বাড়িতে আছিলামনা। এলাকা থেকে মানুষ গেছে, তাগো লগে গেছে। হাটু ভাঙ্গার ঐহানে নামতে সময়, এই বাস থামাইবার কয়ছে। থামাইনি ক্যা। তারপর ঐটা থামায়, গাড়িটা ব্রেক করলেও তো একটু সময় লাগে। থামতে একটু সময় লাগেনা? মনে করছে যে আমারে বুঝি লইয়া যায়গা। ঠ্যাং নামায় দিছে মতো এই জায়গায় (ইশারায় দেখালেন) ঠ্যাংটা ভাঙছে। ভাঙছে আর হেখান থেকে আনছি বাড়িতে। বাড়িতে আইনা ইয়ে পাশের জেলা উত্তর আছে না কবিরাজ, হে তে ঔষধপাতি লাগাইয়া বাঁইধা দিছে মতো অহন লাঠি ভর কইরা চলা লাগে।

প্রশ্নকর্তা:লাঠি ভর করে চলতে হয়?

উত্তরদাতা: লাঠি ভর করে চলতে হয়।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। তাহলে হের চিকিৎসাটা করান কিসের টাকা দিয়ে?

উত্তরদাতা:চিকিৎসা করি হয়তো একটা গাছ বেচি, হয়তো দুইটা কাঁঠাল বেচি। এরকম কইরা।

প্রশ্নকর্তা:তো এইযে কাঁঠাল, গাছ টাছ বেচলে সবকিছু মিলায়ে মাসে কয় টাকা হয়? ছেলের গুলা সহ?

উত্তরদাতা:ধরেন অহন থাকার মধ্যে ছেলের যে পয়সা টা, ঐ পয়সাটা দিয়েই ইয়ে করি। বাজার সদাই করি। আর এই যে ধরেন ধান হাটে নিয়ে গেলাম। বেচলাম। ডাক্তারের টাকাটুকা,এটা দিলাম। এটাই।

প্রশ্নকর্তা:তাও ধরেন আমরা একটা মাসে বেতন পাই। আপনার ছেলেও মাসে বেতন পায়। আমি যদি চিন্তা করি তাহলে আপনার ইনকাম কত হয়, ছেলেরটা সহ? আপনার এই কাঁঠাল বেচা, ফলফ্রুট বেচা, ধান বেচা, সবজি বেচা, এগুলা মিলে, কবুতর বেচলেন। কত মাসে, কতর ভিতরে ফেলা যায়বো? এর লগে আরো কিছু যোগ হয়বো নাকি না?

উত্তরদাতা:হয়তো ধরেন মাসে আমার দশ হাজার টাকা যদি চাকরি পয়সার জন্য ইনকামও থাকে, ঐডার মধ্যে আবার ঐডা খরচা হয়ে যায়গা।

প্রশ্নকর্তা:খরচা হয়ে যায়।

উত্তরদাতা:খরচা হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে কি দশ হাজার টাকা বলা যায়বো?

উত্তরদাতা:দশ হাজার টাকা বলা লাগে।

প্রশ্নকর্তা:বলা যাবে?

উত্তরদাতা:হ্যা। আর বেশী না। না থাকলে খালি কইয়া থুইলে কাম হয়বোনা।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে মাসে আপনি বলতেছেন দশ হাজার টাকার মতো আপনার আয় রোজগার আছে? আপনার ছেলের, কি কি মিলায়ে একটু বলেন তো।

উত্তরদাতা:ঐ ছেলের বেতন হইলো আট হাজার। হয়তো বাড়িরতুনে গুড়া ফসল টসল বেচি। তরি তরকারি বেচি। হয়তো মাসে দুই হাজার টাকা চললো। এইডাই হাজার দশেক টাকা

প্রশ্নকর্তা:তো আপনার ঘর যেটা আছে, সেখানে কি কি আছে?

উত্তরদাতা:ঘরে?

প্রশ্নকর্তা:হ্যা।

উত্তরদাতা:ঘরের ভিতরে?

প্রশ্নকর্তা:হ্যা।

উত্তরদাতা:ঘরের ভিতরে আছে, চকি আছে। আর মাচা আছে। ধানের বেড় আছে।

প্রশ্নকর্তা:ধানের কি আছে?

উত্তরদাতা: ধানের বেড়।

প্রশ্নকর্তা: ধানের বেড়। আর?

উত্তরদাতা:আলমারি শোকেস টোকেস আছে আরকি।

প্রশ্নকর্তা:আলমারি কয়টা?

উত্তরদাতা:আলমারি হইলো একটা।

প্রশ্নকর্তা:শোকেস?

উত্তরদাতা:শোকেস একটা।

প্রশ্নকর্তা:আর কি আছে?

উত্তরদাতা:একটা আলনা আছে।

প্রশ্নকর্তা:আলনা আছে একটা আর?

উত্তরদাতা:এইতো ঘরে চকি আছে একটা।

প্রশ্নকর্তা:আর কি আছে?

উত্তরদাতা:এমনে আর --- আছে আরকি। ৯:০০

প্রশ্নকর্তা:ফ্যান ট্যান আছে নি? ফ্যান, টিভি, ফ্রিজ

উত্তরদাতা:না, ফ্রিজ কিছুই নেই। খালি একটা ফ্যান আছে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। তো আপনার এই, পানি খান কোথা থেকে আপনারা?

উত্তরদাতা:পানি টিউবওয়েলের খাই।

প্রশ্নকর্তা: টিউবওয়েলের পানি? এটা কি ডিপ টিউবওয়েল নাকি নরমাল টিউবওয়েল?

উত্তরদাতা:না। ডিপ টিউবওয়েলই।

প্রশ্নকর্তা:ডিপ টিউবওয়েল? কত ফিট দিছেন, গাড়াইছেন?

উত্তরদাতা:একশো পাঁচ্চল্লিশ ফুট।

প্রশ্নকর্তা: একশো পাঁচ্চল্লিশ ফুট। আর পায়খানাটা কোন জায়গায়?

উত্তরদাতা:পায়খানা টা ঐ টিউবওয়েলের সাথেই।

প্রশ্নকর্তা: টিউবওয়েলের সাথেই?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:ঐটা কি ধরনের পায়খানা?

উত্তরদাতা:পায়খানা টিনের বেড়া।

প্রশ্নকর্তা:টিনের বেড়া, নীচে কি চাক? চাক বসানো?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। আমরা এটা একটু দেখবো। এই যে টিউবওয়েলে রান্না বান্না করেন, টিউবওয়েলের পানি দিয়ে কি কি কাজ করেন?

উত্তরদাতা: টিউবওয়েলের পানি দিয়া গা গোসল সবই ঐখানেই হয়। গা গোসলও ধুই, গরু মহিষও খাওয়াই আবার একটা টেঙ্কি করছি। সাপ্লাই পানির ব্যবস্থা করছি। মোটর লাগাইছি।১০:০০

প্রশ্নকর্তা:সাপ্লাই পানি লাগায়ছেন?

উত্তরদাতা:ঐ টিউবওয়েলের মধ্যে।

প্রশ্নকর্তা: টিউবওয়েলের মধ্যে। কিভাবে এটা? কিভাবে কি করেন?

উত্তরদাতা:এই মটর লাগাইছি।

প্রশ্নকর্তা:কারেন্ট আছে নাকি?

উত্তরদাতা:কারেন্ট আছে। ওয়াব্দা লাইন।

প্রশ্নকর্তা: ওয়াব্দা লাইন। পরে?

উত্তরদাতা:কারেন্ট ফিট করে দিছি। এখন সুইচ দিলে পানি উঠে।

প্রশ্নকর্তা: সুইচ দিলে পানি উঠে। তার মানে ঐটা কি. তাহলে বেশী খান কোন পানি?

উত্তরদাতা:বেশী এই টিউবওয়েলের পানি খাইনা। অহন ঐ সাপ্লাই পানিটা খাই। ঐটা ব্যবহার বেশী।

প্রশ্নকর্তা:সাপ্লাই পানি তাহলে খান?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:আর তাহলে গরু বাছুররে কোনটার পানি খাওয়ান?

উত্তরদাতা: গরু বাছুররে বাড়ির পিছনে একটা টিউবওয়েল আছে। ঐ টিউবওয়েলের পানি খাওয়াই।

প্রশ্নকর্তা: টিউবওয়েলের পানি খাওয়ান? আপনারা গোসল গা ধোন, রান্না বান্না করেন কোনটা দিয়ে?

উত্তরদাতা:সবই ঐ সাপ্লাই পানি দিয়ে।

প্রশ্নকর্তা: সবই সাপ্লাই পানি দিয়ে। তাহলে টিউবওয়েলের পানি যেটা আছে, ঐটা দিয়ে কাজ করেন না?

উত্তরদাতা:ঐটা গরু মহিষে খায়। ঐহানে কেউ যায়না। যাতন লাগে দেখে যায়না। টিপে দিলে পানি উঠে। এইডা থুইয়া কেউ ঐডার মধ্যে যায়বো নি? ঐডায় অহন যায়না।

প্রশ্নকর্তা:তার মানে যেটা দিয়ে সহজ

উত্তরদাতা:হেইডার মধ্যে যায়।

প্রশ্নকর্তা:কোনটা দিয়ে সহজ?

উত্তরদাতা:সহজ এই সাপ্লাই পানি সহজ।

প্রশ্নকর্তা:এটা কিভাবে কি করতে হয় এটা দিয়া?

উত্তরদাতা:এটা দিয়া এই ইয়া আছে। টেঙ্কি আছে। টেঙ্কির মধ্যে পানি পড়ে। তারপর ঐখান থেকে পানিটা টেঙ্কির নীচে একটা য়িা আছে। ঐটা ঘুরান দিলে পানি উঠে।

প্রশ্নকর্তা:আপনার ঘরটাতো কিসের ঐটা?

উত্তরদাতা:টিনের ঘর।

প্রশ্নকর্তা: টিনের ঘর, না? টিন দিয়ে চারদিক দিয়ে বেড়া, টিনের বেড়া।

উত্তরদাতা: টিনের বেড়া।

প্রশ্নকর্তা:কয় মানে কয় চালা? চার চালা?

উত্তরদাতা: চার চালা।

প্রশ্নকর্তা:চার চালা? আচ্ছা। কেমন টাকা পয়সা খরচ হয়েছে এটা করতে?

উত্তরদাতা:ঐটা তো আমি অনেক আগে করেছিলাম। অহন হেই সময় আমার ঐ টিউবওয়েলটা লইয়া, টিউবওয়েলটা যে গাড়ছিলাম, হেইডার মধ্যে আবার মটর লাগাইছি। ঐডা নিয়া আমার খরচা গেছে আশি পঁচাশি হাজার টাকা আমার খরচা গেছে। এটা অনেক আগে দিছিলাম।

প্রশ্নকর্তা:অনেক আগে দিছিলেন?

উত্তরদাতা:টিন ছিল হেই সময় ক্যা পাঁচ হাজার টাকা বান। পাঁচ হাজার না, আরো কম আছিল, পঁচিশ শ টাকা বান আছিল।

প্রশ্নকর্তা:যাই হোক, আমরা তাহলে একটু আপনার প্রথম শুনবো। সেটা হয়ছে যে, শরীর স্বাস্থ্য বিষয়টা নিয়ে। স্বাস্থ্য সেবা নেয়ার জন্য আপনারা কোথায় যান, কি ধরনের বিষয়গুলা

উত্তরদাতা:অহন ছোটখাটো অসুখ যদি হয়, তাহলে আমরা এই বাজারের ডাক্তারের কাছে যাই। আর বাজারের ডাক্তহার যদি না পারে,তাহলে আমরা হয়তো পাশের এক শহরে যাই নয়তো পাশের অন্য শহরে হাসপাতাল আছে। ঐ হাসপাতাল যাই। পাশের অন্য শহরে হাসপাতাল আছে। ঐখানে যাই। ঐখানে হয়তো পরীক্ষা নীরিক্ষা যা করনের করে। এখানে ডাক্তাররা যে সাজেশন দেয়, যেহানে পাঠায় হেইখানে যাওন লাগে।

প্রশ্নকর্তা:মানে প্রথম কোথায় যান?

উত্তরদাতা: প্রথম এই গ্রামের বাজারে ডাক্তারের কাছে যাই।

প্রশ্নকর্তা:এদের কাছে প্রথম আপনারা যান

উত্তরদাতা:যাই।

প্রশ্নকর্তা:কেন এদের কাছে প্রথম যান? এই সিদ্ধান্তটা কে নেয়?

উত্তরদাতা:আমাদের এইযে এই ডাক্তারগো কাছে গেলে পরে দেখি ডাক্তাররা যদি এহানে পারে, হেও ক্লিনিক হয়ছে, ক্লিনিক করছে। ক্লিনিকে যাই। ক্লিনিকে যায়য়া পরার্মশ করি। অহন ক্লিনিকে যদি সাহস পাই, তাহলে এহানে ঔষধপাতি দেয়। আর যদি তারা কয়, এহানে কাম হয়বোনা, আপনারা হয়তো পাশের এক শহরে যান হাসপাতালে নাহলে অন্য শহরে হাসপাতালে যান। অহন অন্য শহরে হাসপাতালে গিয়া বা পাশের এক শহরে হাসপাতালে গিয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা যদি করবার কয় ডাক্তার, তাহলে পরীক্ষা নিরীক্ষা করি।

প্রশ্নকর্তা:তো আপনার পরিবারে কি কেউ প্রায় অসুস্থ থাকে এরকম কেউ আছে?

উত্তরদাতা:আছে।

প্রশ্নকর্তা:কে?

উত্তরদাতা:আমার পরিবার।

প্রশ্নকর্তা:আপনার পরিবার? কি হয়ছে উনার একটু বলছিলেন

উত্তরদাতা:উনার পেটের মধ্যে বলে এই তলপেটের মধ্যে চাকা চাকার মতো। চাকার মতো শক্ত। ----১৪:০০। এটাই হয়লো গিয়া বড় সমস্যা। সবসময় অসুখ। অহনো ঘরে পড়া। আবার তার মধ্যে ঠ্যাঙটা ভাঙছে। ঠ্যাঙটা ভাঙ্গনে ঠ্যাঙটা পুরা ডাক্তারে কইলো এই কবিরাজ কইলো, এরে নিছিলাম পাশের এক শহরে হাসপাতালে। হাসপাতাল নিলাম। হাসপাতালে কইলো বলে টাকা চাইলো অনেক। প্রায় নব্বই হাজার টাকা মনে হয় চাইলো। তহন আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা কইছিলাম। তারা ইয়ে করলোনা। পরে একজন কইলো যে ইয়ে একটা কবিরাজ, পাশের জেলা উত্তরে কবিরাজ ঔষধ বাঁধলে ঠিক হয়। পরে তারে গিয়ে আনলাম। তারে আইনা আমি পঁচিশ শ টাকা দিছি। পঁচিশ শ টাকা দিলাম। ঔষধপাতি লাগিয়ে দিয়ে গেল। বাইন্ধা থুয়ে গেল। তো আল্লাহ দিলে মোটামুটি ভালো হয়ছে। তো ঐ ঠ্যাঙটা পুরা ঠিক হয় নাই। ব্যথা আছে।

প্রশ্নকর্তা: ব্যথা আছে? এখনো ব্যথা আছে?১৫:০০

উত্তরদাতা:হ্যা, এখনো ব্যথা আছে। এই কামের ভেজালে হোলাহাইন কইছিলো একটু পাশের এক শহরে নিয়ে একটু এক্সরে করবো। এক্সরে করে দেখুম যে, জোড়াটা কি লইলো নাকি লইলো না। এইটা দেখুম।

প্রশ্নকর্তা:আর ঐযে পেটের মধ্যে যে বলছিলেন চাকা চাকা হয়ে আছে। এটা কি সবসময় আছে?

উত্তরদাতা:ঐটা সবসময় আছে।

প্রশ্নকর্তা:এটাকে কি রোগ বলতেছেন আপনারা?

উত্তরদাতা:এটা পরীক্ষা করিনা। পরীক্ষায় কি রোগ হয়ছে, পাইনা। এক্সরে মুক্সরে কইরা নেয়। এক্সরে মুক্সরে কইরা ঔষধপাতি দেয় পাশের এক শহরে থেকে। হাসপাতালে এক্সরে করলাম। বাইরে ক্লিনিকে এক্সরে করলাম। ঔষধপাতি দেয়না, কিছুই দেয়না।

প্রশ্নকর্তা:তারা কি বললো, তারা কি বলছে?

উত্তরদাতা:তারা কিছু বলেনা। খালি বলে এই ঔষধ খায়লে হারবো। খায়য়া এতদিন পরে আবার আইবেন। আবার দেয়,আবার গেলে পরে ঔষধ দেয়। কিছু যায়না।

প্রশ্নকর্তা:কো প্রেসক্রিপশন দিছে যে এখানে এরকম ঔষধ দিছে, এরকম কোন প্রেসক্রিপশন আছে?

উত্তরদাতা:আছে।

প্রশ্নকর্তা:এখন এগুলা খাচ্ছে ঔষধ?

উত্তরদাতা:অহন তো ঐ ঔষধ মাসখান দিয়ে পয়সার গড়বড় দেইখা আমি কামলা টামলা, কামলা করাই। ধান ক্ষেত করছি, তাতে পরে বিশ হাজার টাকা দেওন লাগবো কামলায়। অহন কামলার টাকা দিমু নাকি ঔষধের টাকা দিমু। এজন্য আর ঔষধ আনি নাই। অহন কইছি ---১৬:০০--- উঠলে পরে আবার হয়তো ধান টান কিছু বেচাকেনা আমি ডাক্তারের ঘরে যামু। আমি এরহম নিয়ত করছি।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে চাচীর অসুস্থতাটা তাহলে কি বলতেছেন? একটা হয়ছে পায়ে ভাঙছে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:আর একটা হলো তলপেটে ব্যথা।

উত্তরদাতা:হইলো পেটে ব্যথা।

প্রশ্নকর্তা:পা ভাঙাটা কি এখন ভালো হয়ছে আল্লাহর রহমতে?

উত্তরদাতা:না। পুরা ভালো হয় নাই।

প্রশ্নকর্তা: পুরা ভালো হয় নাই। এটার জন্য কি ধরনের ঔষধ খাচ্ছে?

উত্তরদাতা:এটার ঔষধ কোন ঔষধ খায়নি। এটা ঐযে কবিরাজ ঔষধ বাঁধছিলো না? এটা গাছের মতো। এই গাছের মতোটা দিয়েই ঐটারে ইয়ে করছে। হে কোন ঔষধ, খাওনের কোন ঔষধ দেয়নি।

প্রশ্নকর্তা:এটা কি ডাক্তারের কাছে নিছিলেন না কবিরাজের কাছে?

উত্তরদাতা:এটা কবিরাজ। ঐ ডাক্তার ঐযে পাশের এক শহরে বহু টাকা চাইছে। করতে পারলামনা।

প্রশ্নকর্তা:ডাক্তার কি বলছে?

উত্তরদাতা:ডাক্তার এই নব্বই হাজার টাকা দিলে ঐটা আমরা ব্যান্ডেজ করে দিবো।

প্রশ্নকর্তা:পরে?

উত্তরদাতা:পরে তো আমি নব্বই হাজার টাকা তো জুটাতে হারলামনা। পঞ্চাশ হাজার টাকা কইছিলাম। তারা, পঞ্চাশ হাজার টাকা তারা পারলোনা। পরে আইনা কবিরাজ দিয়া ঔষধ

প্রশ্নকর্তা:কবিরাজের তথ্যটা মানে কবিরাজের কাছে নিলে যে ভালো হবে, এটা কোথা থেকে জানছেন? কিভাবে জানছেন?

উত্তরদাতা:এটা জানলাম ঐ হাসপাতাল থেকে। ঐ হাসপাতাল থেকে।

প্রশ্নকর্তা:কে বলেছে?

উত্তরদাতা:একটা রোগী আছিল। তার এরহম ভাঙছিল। তার এই ছাকরি এইডা ভাঙছিল। মহিলা মানুষতো। কলসি লইয়া আছাড় পইড়া এই ছাকনি এটা ভাঙছিল। পরে হেই কবিরাজের ঔষধ বাইন্ধা আইছিল। হেইখানতুন হে ভালো হয়ছে। হেইখানে ভালো হইলো, কইলো, আপনি হেইখানে যানগা। হেইখানে পয়সা লাগবোনা। হেইখানে আপনি, পরে হেই কবিরাজ পনের শ টাকা দিয়ে আনতে হয় সিএনজি ভাড়া করে হেইখানতুন আইসা। এহন সিএনজি ভাড়া তো

প্রশ্নকর্তা: সিএনজি ভাড়া?

উত্তরদাতা: সিএনজি ভাড়া। হেই সিএনজি ভাড়া সহ আমি পঁচিশ শ টাকা দিলাম। ও ---- বাইন্ধা থুইয়া গেল।

প্রশ্নকর্তা:তারপর কি হইলো?

উত্তরদাতা:তারপর কইলো আপনি কোন ঔষধপাতি কিচ্ছু খাওন লাগবোনা। এটা এমনিই হারবো। তো ঔষধপাতি খাওন লাগায় নাই। আল্লাহ দিলে অহন একবারে উঠবার হারে নাই ক্যা। ঘরে পায়খানা পস্রাব করছে। অহন তো আল্লাহ দিলে লাঠি ভর কইরা বাইরে বাইরে যায়তে হারে। ব্যাথাটা, ব্যথাটা করে।

প্রশ্নকর্তা:তো এইযে পরিবারের কেউ যদি অসুস্থ হয়, হেও কি আপনার আব্দুর রহমানের সাথে থাকে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:নাকি আলাদা ঐ ছেলের সাথে থাকে?

উত্তরদাতা:না। ছেলের সাথে

প্রশ্নকর্তা: ছেলে সাথে থাকে। তো এইযে মানে তার অসুস্থতা হয়েছে বা আপনার নাতির অসুস্থতা যদি কোন ধরনের হয়, তখন এদের দেখাশুনা করে কে?

উত্তরদাতা: দেখাশুনা আমারই করন লাগে। আল্লাহই করে। আমি উসিলা।

প্রশ্নকর্তা:আপনি কি ধরনের দেখাশুনা করেন?

উত্তরদাতা:যেখানে যাওন লাগে, হেইখানে নিয়ে যাওন লাগে। ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেও যাওন লাগে, কবিরাজের কাছে গেলেও নিয়ে যাওন লাগে। যেখানেই নিয়ে যাওন লাগে, আমারই নেওয়া লাগে।

প্রশ্নকর্তা:মানে এদের যদি কোন ঔষধ লাগে, সেটার সিদ্ধান্ত কে নেয়?

উত্তরদাতা:সিদ্ধান্ত আমারই নেওয়া লাগে।

প্রশ্নকর্তা:আপনারই নেওয়া লাগে। কোথায় গেলে ভালো হবে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:এইযে ডাক্তারের কাছে নিছেন আর কবিরাজের কাছে নিছেন

উত্তরদাতা:এখানে আমি নিয়া গেছি।

প্রশ্নকর্তা:আপনি নিয়া গেছেন?

উত্তরদাতা:হয়তো আমি একা নিই নাই। হয়তো মেয়ে গেছে, হয়তো বউরা লগে গেছে।

প্রশ্নকর্তা:বউরাও লগে গেছে? একা একা যায়তে পারে নাই?

উত্তরদাতা:আমার এই চোখটা ডিস্টার্ব। এই চোখটা আমার বন্ধ। একটা চোখে দেখি আমি। এটা নিয়ে আমি খুব, গাড়ি ঘোড়া, রাস্তা ঘাটে খুব একটা কম যাই।

প্রশ্নকর্তা:তো আপনি কি ধরেন, এখন তো কাজের সময়। এরকম আপনার পরিবারে হঠাৎ করে কেউ, এই দৈনন্দিন কাজের সময় কেউ হঠাৎ করে কেউ অসুস্থ হয়ছে কখনো?

উত্তরদাতা:না। এমনি কোন কাজের মধ্যে কোন অসুস্থ হয় নাই।

প্রশ্নকর্তা:কেউ কখনো অসুস্থ হয় নাই?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:এটা যদি ধরেন আপনার কথা বললেন। চাচীর কথা বললেন। আপনার ছেলে আছে। আপনার ছেলের বউ আছে। নাতি আছে। তো সবার কথা যদি চিন্তা করি আসলে, তাহলে এরকম কি কারো কি হয়ছে, এরকম অসুস্থতা?

উত্তরদাতা:না। এমনি কোন অসুস্থ হয়নি। ২০:০০

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছ। তো এখন কেউ যদি অসুস্থ হয়, সেটা আপনারা কিভাবে বুঝতে পারেন? পরিবারের কেউ হঠাৎ করে

উত্তরদাতা:অসুস্থ হলে অসুখ হলে পরে কয় যে, আমার এমনে নামায়ছে। তাহলে তহন ইয়ে করি। ডাক্তারের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করি।

প্রশ্নকর্তা কোন ডাক্তারের কাছে যান? কোথায় যান?

উত্তরদাতা:এই তো বাজারে।

প্রশ্নকর্তা:বাজারে, না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:কাদের কাছে যান?

উত্তরদাতা:যাই ঐহানে একটা ক্লিনিক করছে। হেই ক্লিনিকে যাই। বা এমনে ফুটপাতে ডাক্তারও আছে। তাগো থেকে জ্বর জারি হলে ঔষধ পাতি আনি। আল্লাহ দিলে ভালো হয়। এই কালকে আমি আমার এহানে হাড়ে এইযে এহানে একটু ব্যথা পাইছিলাম। ঐ একটু বোঝা টান দেওনে। বোঝা কামলারে তুলে দিছিলাম তো। এহনতো আমার বোঝা উঠিয়ে দেওনের সময় না। তারপরও বোঝাটা ধইরা উঠায় দিলাম। এইহানে টান লাগছিল। তো বিকালে গেলাম। ডাক্তার, আমার এহানে ব্যথা। তাহলে কি করন যায়? কয়, টেবলেট, বিষের টেবলেট লয় যান। তো বিষের টেবলেট দিছে মতোন আল্লাহ দিলে একটু ভালো। দুইটা টেবলেট পঁচিশ টাকা নিছে। তাতে একটু ভালো।

প্রশ্নকর্তা:কাদের কাছ থেকে আনছেন ঔষধটা?

উত্তরদাতা:ঐ ডাক্তার, ফুটপাতের ডাক্তার। ঘরে ডিসপেনসারি খুইলা বয়ছে।

প্রশ্নকর্তা:ওদের কাছে গেছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:ওদের কাছে কেন গেছেন? মানে আপনার কাছে কেন মনে হয়ছে ওদের কাছে গেলে আপনি ঔষধ পাবেন?

উত্তরদাতা:না। জানি তো ওর ঘরে ঔষধ আছে। এভেইলএবল ঔষধ বেচাকেনা করে।

প্রশ্নকর্তা:এভেইলএবল ঔষধ বেচাবিক্রি করে এজন্য।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:তো আপনার যে ব্যথা হয়ছে, সেটার জন্য যে ওদের কাছে গেলেন, না অন্য কারো কাছে যায়তেন, ওদের কাছে কেন গেলেন?

উত্তরদাতা:ওদের কাছে গেলাম কেন, পরিচিত ডাক্তার। ওর কাছে গেলে পরে ও হয়তো বিশ্বাস হইলো যে, ও আমার ব্যাথাটা সঠিক ঔষধ দিবো। এমনি দেয় ঔষধ। ঐহান থেকে আমি বেশীরভাগ আনি ঔষধ আমরা।

প্রশ্নকর্তা:তো এই কত টাকার ঔষধ লাগছে, কি অবস্থা, কত টাকা যাওয়া আসা

উত্তরদাতা:ঐযে এহানে একটু টানের, রগে টানের লাহার লাগছিল না? একটু ব্যথা করছে,----২২:০০ পরে এই কথা কইলাম পরে দুইটা টেবলেট দিছে। গ্যাষ্ট্রিকের দুইটা টেবলেট দিছে। আমার তো গ্যাষ্ট্রিক নাই। আমি আল্লাহ দিলে গ্যাষ্ট্রিকের টেবলেট খাইনা। তারপর কইলো কাকা, ইয়ে করেন। দুইটা গ্যাষ্ট্রিকের টেবলেট লয় যান। দুই টাকা দামের দুইটা টেবলেট, একটা করে টেবলেট। তার দুইটা টেবলেট দিছে। আর দুইটা বিষের বড়ি দিছে। তাতে দাম নিছে পঁচিশ টাকা।

প্রশ্নকর্তা:কিসের বড়ি?

উত্তরদাতা:এই ইয়ের ভিতরে একটু লম্বা সাইজের ঔষধটা। দুইটা টেবলেট দিছে। ঐ টেবলেট দুইটা আর ঐ গ্যাসের টেবলেট, পঁচিশ টাকা দাম রাখছে।

প্রশ্নকর্তা: পঁচিশ টাকা দাম রাখছে। আপনার কাছে কি মনে হয় ঔষধগুলোর দাম মানে নাগালের মধ্যে? আপনি কিনতে পারেন এদের কাছ থেকে মানে আপনার সাধ্যের মধ্যে কিনা?

উত্তরদাতা:বুঝলামনা কথাটা।

প্রশ্নকর্তা:মানে এইযে দামের কথা বলছি, যে দামের কথা বলছে সে দামে ঔষধটা ঠিক আছে কিনা বা আপনার কাছে মনে হচ্ছে দাম বেশী কিনা

উত্তরদাতা:অহন হেরা তো আমাগো, অহন তারা আনে। এহন কইলো এই দাম দেওন লাগবো। এহন ডাক্তারের তো দামাদামি করন যায়না। আমরা এত কম দিমু, এগুলা তো আর কওন যায়না। কইলে তো আর এটা ইয়ে থাকেনা।

প্রশ্নকর্তা:কেন বলা যায়না?

উত্তরদাতা:বলিনা। এহন দুইটা টেবলেট নিয়া আর কত কেচাকেচি করমু, মানুষে, কেচাকেচি করলে মানুষে হয়তো কয়বো খুব, এজন্য আর, পঁচিশ টাকা চাইছে। আমি পঁচিশ টাকা দিয়া খালি ঔষধ দুইটা লইয়া আসছি। আল্লাহ দিলে খাইছি মতো আমার ব্যথাটা কমছে। ব্যথা নেই আমার অহন।

প্রশ্নকর্তা:তো আপনি যখন এইযে ডাক্তাররা মানে আছে, এরা কি ধরনের ডাক্তার? এরা কি ট্রেনিং আছে এদের কোন ধরনের ডিগ্রি আছে?

উত্তরদাতা:না। কোন, ডিগ্রি হয়তো ডাক্তারি লাইনে কিছুকাছু পড়ছে। ডিগ্রি ডিগ্রি করে নাই। লাইসেন্স টাইসেন্স নাই তাগো।

প্রশ্নকর্তা: লাইসেন্স নাই।

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে এদের কাছে আপনি কেন গেলেন, সিদ্ধান্ত কেন নিলেন যে এদের কাছে যাবেন?

উত্তরদাতা:এদের কাছে গেলাম কেয়ারে, অহন যদি পাশের এক শহরে যাই হাসপাতালে, তাহলে আমার আইতে যাইতে একশো টাকা খরচা হয়। আইতে যাইতে একশো টাকা খরচা হয়। অহন আবার তাগো লগে কথাবাতি কওন লাগবো। ঔষধ লাগবো। আমি এহানেই গেলাম। অল্প একটু অসুখ। এটা নিয়ে আর পাশের এক শহরে যাবো ক্যা রে।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে একটা হয়ছে আপনার মির্জাপুর গেলে খরচ বেশী। এজন্য পাশের এক শহরে যান না? আর কি থাকতে পারে? আর কি কারন আছে?

উত্তরদাতা:আর কারন ঐটা কামের ভেজালে অহন, এইযে বইছি, আপনি তো দেখলেন, যে -----। এহন এই সুযোগে কোনহানে যাওন যায়না। এমনে বাজারে কাজেরইয়া ঝামেলায়

প্রশ্নকর্তা:ব্যস্ততা

উত্তরদাতা:ব্যস্ততায়, বাজারে গেলাম। মানে এহানে একটু ব্যথা। একটু ইয়ে লাগে। তো কালকে ডা:১১ কে কইলাম যে, কাক্কু আমার এটা একটু ব্যথা, কয়, ঔষধ নিয়ে যান। দো দুইটা টেবলেট দিছে। আর গ্যাষ্ট্রিকের দুইটা ঔষধ দিছে। খাইছি মতো আল্লাহ দিলে আমার ভালো। এইটুকু নিয়ে আর পাশের এক শহরে যাইনা। গেলে তো আইতে যাইতে একশো টাকা খরচা হয়।২৫:০০

প্রশ্নকর্তা: আইতে যাইতে একশো টাকা খরচ, খরচের কারনে যান না নাকি অন্য কোন কারন আছে?

উত্তরদাতা:কাজের কারনে আরো বেশী যেতে হারিনা।

প্রশ্নকর্তা:কাজের কারনে বেশী।

উত্তরদাতা:কাজের কারনে। অহনতো বেশী কিছু নাও করি যদি, তাহলে এইযে খেড় কয়টা নাড়া দিলেও আমার কাম। ঐ ধান কয়টা একটু ভইরা দিলে কাম হয়।

প্রশ্নকর্তা:সংসারের মানুষ কাজ তো থাকবোই।

উত্তরদাতা:হ্যা। আমার কাজ করন লাগে।

প্রশ্নকর্তা:তো এখন যদি আপনার কাজেও চাপ যদি কম থাকতো, তাহলে আপনি কোথায় যাইতেন?

উত্তরদাতা:এইটুকুর লাইগা বাজারের নাগাদ গেছিলাম। এইটুকুর লাইগা আমি পাশের শহরে যেতামনা।

প্রশ্নকর্তা:এইটুকু মানে রোগের জন্য আপনি পাশের শহরে যেতেন না?

উত্তরদাতা: পাশের শহরে আর যেতামনা।

প্রশ্নকর্তা:তো মানে এদের কাছে যেতেন কেন? বাজারে এদের তো আপনি বলছেন এদের লাইসেন্স নাই, ডিগ্রি নাই

উত্তরদাতা:লাইসেন্স না থাকলেও এরা যা বলে বলে ঔষধ বিক্রি করে। ঘরের মধ্যে বহুত টাকার মাল। অন্তত দশ বিশ হাজার টাকার মাল আছে। -----২৫:৫০--। হেরা বেচাকেনা করে। তাতে দেখি যে একটু জ্বর জ্বার হলেও ঔষধ পাতি আনলে কমে, হারে। এইযে আমার অসুখ হইছিল, আমি আনলাম, আমার পঁচিশ টাকার ঔষধ লাগলো, এক টাকাও গাড়ি ভাড়া লাগলোনা। খরচা লাগলোনা।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। একটা হয়ছে গাড়িভাড়াও আপনার লাগে নাই। এখানে আপনি কিভাবে গেছেন?

উত্তরদাতা:কিভাবে আমি হাঁইটা গেছি যে এখানে বাজারে গেছি।

প্রশ্নকর্তা:বাজারে গেছেন?

উত্তরদাতা:মসজিদে নামাজ পড়বার গেছে। নামাজ পইড়া গিয়া খালি ঔষধ নিয়া আইছি।

প্রশ্নকর্তা:ঔষধ নিয়ে চলে আসছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। মাগরিবের নামাজ পইড়া খালি ডাক্তারের ঘরে গেছি।

প্রশ্নকর্তা:তো এখানে কোন ডাক্তারের কাছে যাবেন, এখানে যারা ঔষধ বেচে, এদেরকে ডাক্তার বলতেছেন বা ফার্মেসি বা ডিসপেন্সারি যারা, কার কাছে যাবেন এটা আপনি কোন আগে থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখেন যে আমি অমুকের কাছে যাবো বা

উত্তরদাতা:আমরা যদি আর একটু বড় ধরনের হয়, এহানে একটা সরকারি হাসপাতাল আছিল। এহানে একটা এমবিবিএস ডাক্তার আছে। ঐ এমবিবিএসের কাছে গিয়া পরার্মশ লই। এমবিবিএস কয় যে, আপনি এই ঔষধ এই বাজার থেকে কিনে নিয়ে যান। কিনলে পরে আল্লাহ দিলে ভালো হই। পাশের শহরে খুব কম যাই।

প্রশ্নকর্তা: এমবিবিএস কি সেটা প্রেসক্রিপশনে কাগজে লিখে দেয় নাকি মুখে মুখে বলে দেয়?

উত্তরদাতা:না। কাগজে লিখে দেয় যে এই ঔষধটা কিনে লয় যানগা। সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার। হে তো লাইসেন্স করা ডাক্তার, পাসের ডাক্তার।

প্রশ্নকর্তা:তারে কি সবসময় পাওয়া যায় মানে কি অবস্থা

উত্তরদাতা:ডেইলি পাওয়া যায়। ডেইলি পাওয়া যায়।

প্রশ্নকর্তা: :ডেইলি পাওয়া যায়।

উত্তরদাতা:আবার ইদানিং এইযে সাত আষ্ট দিন থেকে শুনলাম যে তার বলে রিটার্য়াড হয়ছে। অহন আবার আইছে কিনা আমি খুব একটা জানিনা।

প্রশ্নকর্তা:তার পরিবর্তে অন্য কেউ আসছে কিনা

উত্তরদাতা: তার পরিবর্তে অন্য কেউ আসছে কিনা এটা আমি সঠিক জানিনা।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। তাহলে ঐখানে সরকারি হাসপাতালে কি ঔষধ দেয়?

উত্তরদাতা: সরকারি হাসপাতালে ঔষধ দেয়, মাগনা ঔষধ দেয়।

প্রশ্নকর্তা: মাগনা ঔষধ দেয়। কি কি ঔষধ দেয় আপনি একটু

উত্তরদাতা:এমনে আমি তো কোন সময় ঔষধ আনি নাই। হাবিজাবি ঔষধ হগলটাই নাকি দেয়। তাতে কতখানি ভালো হয়, কত ভালো হয়না। এরকম।

প্রশ্নকর্তা: তো এইযে তাহলে এখন একটা হয়ছে বেশী রোগ হলে বড় রোগ হলে আপনি যান সরকারি ডাক্তারের কাছে। আর ছোটখাটো কোন কিছু হলে

উত্তরদাতা:ধরেন একটু জ্বর আসলো। এটা নিয়ে আমরা আর কোন সরকারি ডাক্তারের কাছে যাইনা। এটা আমরা ঐ বাজারে যে ডিসপেন্সারি আছে, ঐখানে গেলে আমাগো ঔষধ দেয়। ঐহানে

প্রশ্নকর্তা:তো এদের কাছে ঔষধ আনতে কি কোন ধরনের সমস্যা হয় যে

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:কোন সমস্যা হয়না?

উত্তরদাতা:না। যে আমার এই অসুখটা হয়ছে, অহন আমরা কোনটায় হারবো, এটা তো কইতে হারিনা। আমরা কই যে ঔষধ, আমার জ্বর আইছে জ্বরে কি লাগবো, দেন। তাই দেয়। এহন দাম কম রাখে নাকি বেশী রাখে এটা আমরা কইবার হারিনা,যাচাই করিনা।

প্রশ্নকর্তা:পরিবারে সর্বশেষ কে অসুস্থ হয়ছিল আর ঐখানে গেছিলেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:মানে আপনার ঘরের কার অসুখ বিসুখ হয়ছে আর সর্বশেষ কার অসুখ হয়ছে, ঐখানে গেছেন?

উত্তরদাতা:অহন এইযে আমাদের বাড়িওয়ালার যে অসুখটা, এটা এক্সরে করে মির্জাপুর থেকে ঔষধ আনছি, হেই পাশের এক শহরে থেকেই আনন লাগে। হেইডার ঔষধ ঐ শহরে পাওয়া যায়।

প্রশ্নকর্তা:না। একটা হয়ছে যে ঐটা তো পাশের এক শহর থেকে আনছেন। ঐটা তো চাচীর পেটে ব্যথা বা কোমরে ভাঙছে। হাড় ভাঙছে, এটার কথা বললেন। আমি বলতেছি যে এইযে আপনি এখন এই জায়গাগুলোতে, এই বাজারে যে ডাক্তার আছে বা ফার্মেসি আছে, এদের কাছ থেকে যে ঔষধ আনেন, সর্বশেষ কার জন্য আনছেন?

উত্তরদাতা:সর্বশেষ কালকে আমি আনছি।

প্রশ্নকর্তা:আপনার নিজের জন্য আনছেন?

উত্তরদাতা:আমার নিজের জন্য।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। তো এখানে নিজের জন্য আনছেন যে মানে কি হয়ছিল আপনার? ঘটনাটা কি হয়ছে?

উত্তরদাতা:ঐ কামলারে বোঝা উঠায় দিতে গেছি না? এই নীলদাড়ার হাড়ে, এহানে যে লম্বাটা রগের মতো বোধ হয় আছে।

প্রশ্নকর্তা:ব্যথা পাইছেন।

উত্তরদাতা:এইহানে একটু টান লাগছে নাকি কি হয়ছে, অহন শ্বাস করতে আমার একটু বাধে।

প্রশ্নকর্তা: তো এই দোকানগুলোতে কি কি ধরনের ঔষধ আছে?

উত্তরদাতা:ঔষধ তো বিভিন্ন ধরনের আছে। ভিটামিন টিটামিন হগলটাই দেয়। যা চাই, হেইডাই দেয়। ----। বহুত ঔষধ। কত কত ঘরে লাখ দুই লাখ টাকার ঔষধ আছে। আইনা কোম্পানিরা দিয়ে বানছে। ঘরে দিয়ে বানছে। তাক বানছে। বেচবার লাগছে। একটা ডাক্তারে দিনে বোধ হয় আট দশ হাজার টাকার জিনিস বেচে। তাই বেচে নাগো?

প্রশ্নকর্তা: আট দশ হাজার টাকার ঔষধ বেচে?

উত্তরদাতা:বেচে।

প্রশ্নকর্তা:তো আপনি কি কি ঔষধ আনেন ওদের কাছ থেকে? আর কি কি ঔষধ

উত্তরদাতা:না। ঔষধ তো আমি হগল, আমার যে অসুখ হয়, অসুখের কথা কইলে তারা ঔষধ দেয়। ৩০:০০

প্রশ্নকর্তা:মানে আপনি কি ঔষধের নাম বলেন নাকি অসুখের নাম বলেন?

উত্তরদাতা:না। আমি অসুখের নাম বলি। অঅমি তো ঔষধের নাম জানিনা।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:কোনটা খেলে আমার কি হয়বো, এটা তো আমি জানিনা।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা, তখন আপনি কি করেন? কিভাবে যেয়ে বলেন?

উত্তরদাতা:গিয়ে কই যে, আমার যে সমস্যাটা। ঐডা কি করন যায়। ঔষধ নিয়ে যান। এইযে মনে করেন নাতির অসুখ হয়ছিল্, পাতলা পায়খানা। দুইদিন খালি এমনি ঔষধপাতি এনে খাওয়ালাম, কিছু হইলোনা। পরে নিয়ে গেলামগা পাশের এক শহরে হাসপাতালে। হাসপাতালে এই যে ডায়রিয়া হাসপাতাল আছে। ঐ হাসপাতালে ভর্তি করলাম মতো, আল্লাহ দিলে অহনে কিছু একটু নরমাল হলো, নরমাল হয়ে আর কমলোনা। আর কমাবার হারলামনা। পরে নিরুপায় হয়ে পরে, একজনে কইলো কি যে একটা কবিরাজ ঔষধ দেয়, গাছের ঔষধ দেয়। তো হেইডা খাওয়ায়য়া দেহেন। তো আল্লাহ দিলে বাড়িতে আনলাম মতো, হেইডা খাওয়ালাম মতো আল্লাহ দিলে ভালো হয়ে গেছে গা।

প্রশ্নকর্তা:কবে হয়ছে এটা?

উত্তরদাতা:এটা ঐ এক দেড় বছর আগে।

প্রশ্নকর্তা: এক দেড় বছর আগে। তো সেক্ষেত্রে এখন কি বাচ্চার কোন অসুখ বিসুখ হয়ছে? জ্বর, সর্দি, ঠান্ডা, কাশি

উত্তরদাতা:না। অহন আর আল্লাহ দিলে কোন অসুখ বিসুখ না।

প্রশ্নকর্তা:ঘরে কারো শ্বাস কষ্ট টষ্ট , এরকম কিছু আছে নাকি?

উত্তরদাতা:না। অহনতো একটু কষ্টের মধ্যে খালি ঐযে পরিবারের।

প্রশ্নকর্তা:পরিবারের এই

উত্তরদাতা:হাড়ে।

প্রশ্নকর্তা:এই রোগটাই আছে, তাইনা?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা: তো যেটা বলতেছিলাম যে ঔষধের কথা। ঔষধের যে আপনি তো যায় বলেন, রোগের অবস্থাটা বলেন। আমার এটা। আপনার নাতিনের কথা বলছেন, আপনার কথা বলছেন। বা আরো কারো যদি কোন অসুখ বিসুখ হয়, তাহলে সেটার জন্য বলেন। ঔষধের নাম ধরে কখনো বলেন তাদেরকে যে আমাকে এই ঔষধটা দেন আমাকে?

উত্তরদাতা:না। ঐটা তো আমরা জানিনা।

প্রশ্নকর্তা:ঐটা আপনারা জানেন না?

উত্তরদাতা:জানিনা। ঐডা কি কমু? ঐডা আমরা জানিনা, ঐডা কোনডা খেলে আমার কি হয়বো, ঐডা আমি তো জানিনা। তহন আমি একটা কই, কোনটা, ভিটামিন, আমাগো তো অহন আবার ভিটামিন, ক্যালসিয়াম এগুলা একটু খাই। সময় সময় কই য়ে ভালো ভিটামিন বা ক্যালসিয়াম এইগুলা যদি ভালো থাকে, তাহলে আমাকে একটু দেন। দেয়। এত টাকা দাম। দিয়ে থুয়ে আইয়া পড়ি।

প্রশ্নকর্তা:তো আপনি কি এন্টিবায়োটিকের কথা শুনছেন? এন্টিবায়োটিক কি জানেন?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক ঐযে জ্বর টরের লাইগা দেয়। ডাক্তারে কয় তো।

প্রশ্নকর্তা:কি বলে একটু বলেন তো।

উত্তরদাতা:এইযে এন্টিবায়োটিক, এই টেবলেট নেওন লাগবো। বা নাপা টেবলেট নেওন লাগবো। যেরকম জ্বর, হেইরকমভাবে ঔষধদেয় আরকি।

প্রশ্নকর্তা:যে রকম জ্বর, ঐরকম দেখে।

উত্তরদাতা:তারা দেয়।

প্রশ্নকর্তা:তারা কি দেয়, কি কি দেয়, একটু বলেন তো। এন্টিবায়োটিকের সময় কি কি দেয়?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক দেয় যে, এইযে এটা দিলাম। এভাবে খাওয়া লাগবো। এটার নিয়ম কানুন জানিয়ে দেয় যে, এটা এভাবে খাওন লাগবো। আমরা হেভাবে বাড়িতে এনে খাই।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। ঠিক আছে। তো আমরা ডাক্তাররা, আমরা কি সব বুঝি, অনেক সময় বুঝিও না।

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:ডাক্তার যেটা বলছে, সেটা। তো এন্টিবায়োটিক কি করে? আপনার কাছে কি মনে হয় এন্টিবায়োটিক কেন ব্যবহার করা হয়? কেন এন্টিবায়োটিক দেয়?

উত্তরদাতা:এটা সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা নাই। কারন আমি মুর্খ মানুষ, এইটা কি বুঝুম?

প্রশ্নকর্তা:না। তাও আপনি শুনছেন কিনা, এন্টিবায়োটিক কিজন্য দেয় বা এইযে জ্বরের

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক জ্বরের সময় জ্বরের লাইগা দেয়। আবার নাপা টেবলেট আছে, নাপা এগুলা দেয় জ্বরের লাইগা। আবার ঠান্ডা লাগলে সিরাপ দেয়।

প্রশ্নকর্তা:আর এন্টিবায়োটিক কি কাজ করে?

উত্তরদাতা:এইটা তো আমরা জানিনা।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক কি কাজ করে আপনি বলতে পারতেছেন না?

উত্তরদাতা:না। এটা আমি জানিনা। যেটা জানিনা সেটা মিছে কথা কইয়ামনা।

প্রশ্নকর্তা:মানে এটা শরীরের মধ্যে কিভাবে কাজ করে, এটা জানেন না?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:তো ঐযে বলতেছিলেন যে, জ্বর হলে এন্টিবায়োটিক দেয়

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক দেয়। জ্বর হলে এন্টিবায়োটিক দেয়। খায়লে জ্বর যায়গা, এইটুকু আমরা জানি।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা, খায়লে জ্বর যায়গা। তো এটা কতদিন খেতে হয়, কিভাবে খেতে হয় এটা কি তারা বলে দেয়?

উত্তরদাতা:হয়তো চার পাঁচদিন খাওয়ার ঔষধ দেয়। খায়লে পরে কেমন হয় নাহয় আবার গিয়া কইবার কয়। গেলে যদি জ্বর কমে গেলগা, তাহলে কয়, আর ঔষধ লাগবোনা। আর যদি না কমে, তাহলে হয়তো অন্য কোন ওর থেকে বেশী পাওয়ারের যদি থাকে তাহলে হেইডা দেয়। হেইগুলা আবার কয়দিন খাওন লাগবো।

প্রশ্নকর্তা:কিরকম হয়ছে এরকম বলেন তো। কার ক্ষেত্রে এরকম ঘটছে যে প্রথম জ্বরের জন্য যেটা দিছে, সেটা কাজ করে নাই। আবার আরো পাওয়ারের ঔষধ দিছে। এরকম কিছু হয়ছে?

উত্তরদাতা:আমার পরিবারের জ্বর হইলো না? এহন জ্বর খালি কমেনা। দুই তারিখে ঔষধ আনলাম। একটা খাওয়াবার কইলো যে চারদিন, পাঁচদিন সাতদিনের ঔষধ দিলো, সাতদিন খায়য়া জ্বর হের কমলোনা।

প্রশ্নকর্তা:কি ঔষধ দিছে এটা?৩৫:০০

উত্তরদাতা:দিছিল তো ঐযে নাপা এসট্রা নাকি কি জানি কয়না? তো হেইডা কমলোনা। তো পরে কইলাম এটা জ্বর কমেনা। এটা থুয়ে ভালো ঔষধ যদি থাকে, তাহলে হেইডা দেন। পরে কইলো এটা এন্টিবায়োটিক নাকি কি জানি কইলো, তো হেইডা দিয়ে দিল। তো হেগুনে জ্বর কমলোনা, পরে তো খুব একটা কমলোনা। জ্বর থাকছে বিধায় পরে ঐযে ইয়া নিয়ে গেলামগা। এই মির্জাপুর নিয়ে পেটের যে সমস্যা, ঐটা দেখে আহি, পরে ঐটা এক্সরে করলাম, এক্সরে করে গিয়ে হাসপাতালে এক্সরে করলাম। ঔষধ পাতি দিল। চৌদ্দদিনের ঔষধ দিয়ে দিল। হাজার বারো শ টাকার ঔষধ লই আইলাম। লই আইলাম তহন এটা খায়লো। খায়য়া টায়য়া জ্বরটা কমলোনা। পেটে যে সমস্যা টা , হেইডা কিছুই হইলোনা। পায়খানা কষা। এমনে কিছুই হইলোনা। আবার চৌদ্দদিন পরে আবার গেলাম। আমাগো কইলো যে আবার এই ঔষধ খাওন লাগবো সাতদিন।

প্রশ্নকর্তা:সেগুলো কি এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা:না কি আমি জানিনা।

প্রশ্নকর্তা:সে ঔষধগুলো কি ঘরে আছে এখন?

উত্তরদাতা:অহন তো ঘরে নাই ক্যা।

প্রশ্নকর্তা:ঘরে নাই।

উত্তরদাতা:হয়তো কাগজ আছে।

প্রশ্নকর্তা:কাগজ আছে নি?

উত্তরদাতা:থাকবার হারে।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে আমরা একটু দেখবো। কোনটা কোনটা আছে, কি ঔষধ আছে। তো ঐযে এন্টিবায়োটিকের কথা বলছিলেন যে জ্বরের সময় যে এন্টিবায়োটিকটা দিছে, প্রথম কয়দিনের জন্য দিছিল?

উত্তরদাতা: প্রথম দিছে সাতদিনের লাইগা। জ্বর কমলোনা।

প্রশ্নকর্তা:দিনে কয়টা খায়তে বলছিল? কি বলছিল?

উত্তরদাতা:দিনে তিনবেলা খায়বার কয়ছে। খাওয়ার পর কিছু খায়য়া। তিনবেলা খায়বার কয়ছে। কমলোনা। পরে ইয়ে লই গেলামগা। পাশের শহরে লই গেলাম।

প্রশ্নকর্তা:তো এইযে এন্টিবায়োটিকটা দিছে, এগুলা কেনার জন্য কি আপনাদের কোন প্রেসক্রিপশন লাগছে নাকি প্রেসক্রিপশন ছাড়া দিছে?

উত্তরদাতা:না। এহান থেকে কিনছিলাম। বাজার থেকে কিনছিলাম, হেইডা কোন প্রেসক্রিপশন না। হেইডা বাজারের ডাক্তাররে কইলাম মতো দিল। পরে কমলোনা দেখে ফিরে এক্সরে করলাম। এক্সরে কইরা প্রেসক্রিপশন ফিরায়য়া ঔষধ দিল।

প্রশ্নকর্তা:ঐ প্রেসক্রিপশনটা করছে কে?

উত্তরদাতা:ডাক্তারে করছে। মির্জাপুর হাসপাতালের ডাক্তার।

প্রশ্নকর্তা: পাশের শহরের হাসপাতালের ডাক্তার। আর এলাকার যারা ছিল তারা তো প্রেসক্রিপশন করে নাই?

উত্তরদাতা:না। তারা কোন প্রেসক্রিপশন করে নাই।

প্রশ্নকর্তা:তো এখন আপনার যদি এন্টিবায়োটিক কিনতে যান, তাহলে কি আপনার ডাক্তাররা এন্টিবায়োটিক দিবো? প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক দিবো?

উত্তরদাতা:এখানকার ডাক্তাররা?

প্রশ্নকর্তা:হ্যা।

উত্তরদাতা:এখানকার ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন ছাড়াও দেয়। আবার প্রেসক্রিপশন লইয়া গেলেও প্রেসক্রিপশন দেইখা দেয়। প্রেসক্রিপশন কোন কারনে বড় ডাক্তার বা হাসপাতালে যদি ঔষধ ফুরায়ে যায়, হাসপাতালের প্রেসক্রিপশন লইয়া আবার এই বাজারে গেলে হেও ঔষধ দিতে হারে। কত দিতে হারে,কত দিতে হারেনা। নাহয় আবার মির্জাপুর যাওন লাগে।

প্রশ্নকর্তা:যেগুলো এখানে থাকেনা, ঐগুলো পাশের শহর থেকে আনা লাগে?

উত্তরদাতা: পাশের শহর থেকে আনা লাগে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। তো আমি যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে প্রেসক্রিপশন ছাড়া কি এরা ঔষধ বিক্রি করে? আপনাদের বাজারের এরা?

উত্তরদাতা:বাজারে তো ওরা প্রেসক্রিপশন ছাড়াও বিক্রি করে, প্রেসক্রিপশন দিয়াও বিক্রি করে। প্রেসক্রিপশন কেউ লইয়া গেলে প্রেসক্রিপশন দেইখা ঔষধ দেয়। আর যদি আমি গেলাম, আমি কোন প্রেসক্রিপশন লইয়া গেলামনা, এই যেমন কালকে আমার ব্যথা,

প্রশ্নকর্তা:ব্যথা, হ্যা।

উত্তরদাতা:এটাতো কোন প্রেসক্রিপশন করি নাই ক্যা।

প্রশ্নকর্তা:না।

উত্তরদাতা:পরীক্ষা করিও নাই ক্যা। তাহলে ঐটা আর কি প্রেসক্রিপশন দিবো? ঐটা তারে কইলাম মতো আমারে ঔষধ দিলো।

প্রশ্নকর্তা:মুখে মুখে ঔষধ দিল?

উত্তরদাতা: মুখে মুখে ঔষধ দিয়ে দিল। আল্লাহ দিলে আমার ভালো হয়ছে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। এইযে মানে আপনার ভালো হয়ছে। কারকে যে ঔষধটা খায়ছেন এরকম বা ঐযে জ্বরের কথা বললেন এরকম কিছু এন্টিবায়োটিক খায়লে কিছু কিছু আছে না যে খায়লে ভালো হই। আমি ভালো হয়ে যাই বা আমার নাতি ভালো হয়ে যায় বা ঐযে পরিবারের কথা বললেন। হে ভালো হয়ে যায়। তো এরকম কোন এন্টিবায়োটিকের কথা আপনি জানেন বা আপনার কোন পছন্দ আছে কিনা যে এই আমার ক্ষেত্রে এটা খেলে অসুখ ভালো হয়ে যায়। এজন্য আমি এটা খাবো। আপনার কোন পছন্দ আছে?

উত্তরদাতা:না। আমি তো ঔষধপাতি আদতে একটু কম খাই। হঠাৎ খুব কঠিন সমস্যায় পড়ি, তাইলে আমি একটু ঔষধ কিনি। ডাক্তারের ঔষধ আদতে আমার আল্লাহ দিলে ---৩৮:৩০--আছি। আমার এমনে কোন অসুখ বিসুখ নাই। আমারে মাইনষে কয়, তোমার, তুমি খুব সুস্থ। মানে আমার কোন বিষ ব্যথা নাই। আমি নামাজ পড়বার বসি, উঠাবসা করি। আমার আল্লাহ দিলে কোন সমস্যা নাই। আছিল তো। একটা সমস্যা আছিল রাস্তা দিয়ে হাইটা গেছি। একটু উচা নীচা দিয়ে পার হতে গেলেও আমার ---- একটা হটকের ---- হটক ফুটে। এরহম আছিল। আল্লাহ দিলে

প্রশ্নকর্তা:হটক টা কি?

উত্তরদাতা:হটক টা হইলো রগের মধ্যে টান লাগে। আমি আল্লাহর রাস্তায় গেছিলাম। চারমাস থাইকা আইছি। চারমাস থাইকা আইছি। নিয়ত করছি যে আল্লাহ তুমি আমার, নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করছি। আল্লাহ দিলে আমার কোন বিষ ব্যথাই এহন নেই। এই বিষ ব্যথা আমার কোন নেই আমার। আমি ডাক্তারের ঔষধ খুব খাইনা। এইযে শরীরটা হালকা দেইখা ডাক্তারের ঔষধপাতি কিছু খাওয়া লাগেনা। আল্লাই আমারে এভাবে রাখছে, আমি এভাবেই থাকি। এহন বাড়িওয়ালা তো পইড়া গেছে, সেটা নিয়ে মুশকিলে পড়লাম। এরে নিয়ে মুশকিলে পড়লাম।

প্রশ্নকর্তা:পরিবারের আপনার এইযে পরিবারে যারা আছে তাদের সর্বশেষ কাকে এন্টিবায়োটিক দেওয়া হয়েছিল?

উত্তরদাতা:তাগো এন্টিবায়োটিক, না, বউরা কয়যে এহন ডাক্তারে বলছে -------

প্রশ্নকর্তা:কার জন্য? সর্বশেষ আপনি কার জন্য কিনছেন এন্টিবায়োটিক? কার লাইগা আনছেন?

উত্তরদাতা:সর্বশেষ এন্টিবায়োটিক তো আমাগো বাড়িওয়ালার লাইগাই কিনছিলাম। ৪০:০০

প্রশ্নকর্তা: বাড়িওয়ালার লাইগা? কবে কিনছেন, কয়টা কিনছেন?

উত্তরদাতা:তাও মেলা দিন আগে। হেইডা এহানে কাম হইলোনা দেইখা পরে ইয়ে করলাম।

প্রশ্নকর্তা:ঐযে পাশের শহর গেছিলেন, না?

উত্তরদাতা: পাশের শহর গেছিলাম।

প্রশ্নকর্তা:ঐ সময় কয়টা কিনছিলেন?

উত্তরদাতা:এন্টিবায়োটিক?

প্রশ্নকর্তা:হ্যা।

উত্তরদাতা:পাতা ধইরা দিছিল, প্রেসক্রিপশন মেলা ঔষধ লিখছিল। বারো চৌদ্দ শ টাকার ঔষধ নিয়ে এলাম। মেলা লইছিলাম।

প্রশ্নকর্তা:ঐগুলা দিনে কয়টা করে খায়ছে?

উত্তরদাতা:কত দিনে দুইবেলা আবার কত খাওয়া লাগছে তিন বেলা। এইতো এরহম। আর অহন এইযে বাড়িওয়ালার এই মাস দুয়েক খাওয়াইছি কি, ঐ যে গ্যাষ্ট্রিকের টেবলেট আছেনা? পাঁচ টাকার পাতা, ম্যাকপ্রো নাকি কিজানি একটা গ্যাষ্ট্রিকের ইয়া আছে

প্রশ্নকর্তা:ম্যাক্সপ্রো?

উত্তরদাতা:ম্যাক্স,ঐটা, হেইডা। হেইডা খাওয়াই। দিনে দুইটা করে খায়। সবসময় খাওন লাগে এটা।

প্রশ্নকর্তা:আর কিছু খায়নি?

উত্তরদাতা:হ্যা?

প্রশ্নকর্তা:আর কোন ঔষধ খায়নি?

উত্তরদাতা:আর কোন ঔষধ অহন খাওয়াইনা।

প্রশ্নকর্তা:খালি এটাই খায়?

উত্তরদাতা:হ্যা। অহন আবার কইছি যে, আবার যে সময় পাশের শহর নিই, কাম টাম --- পাশের শহর লইয়া গিয়া পরীক্ষা কইরা এক্সরে কইরা পরীক্ষা কইরা ঐ হাড়টাকে জয়েন হইলো না হইলো দেইখা আবার কিছু ঔষধ খাওয়ামু।৪১:০০

প্রশ্নকর্তা:তো এইযে বারো শ টাকার ঔষধ কিনছেন, আপনার কাছে কি মনে হয়, ঔষধের দাম কেমন মানে আপনার কাছে কি মনে হয় ঔষধ গুলো মানে

উত্তরদাতা:দাম অহন আমাগো তো পয়সা জুটেনা। আমাগো জুলুমই। অহন তারা তো কয়, এর কম হয়বোনা। অহন এইডার দাম সম্বন্ধে আমরা জানিনা। অহন কি আরো কমই আছে না বেশী আছে এটাতো আমরা জানিনা।

প্রশ্নকর্তা:না। আপনি একজন ক্রেতা। আপনার একজন অসুস্থ মানুষ আছে যে আপনি তাকে নিয়ে গেলেন। তখন আপনি ঔষধটা কিনলেন। আপনার কাছে কি মনে হয়ছে এই ঔষধের দাম কি ঠিক আছে নাকি বেশী?

উত্তরদাতা:আমরা তো মনে করি যে দামটা কি বেশীই রাখেনি কি। ডাক্তার ---- দশ টাকা কম দিবার চাইলে কয়, না, কম দেওন যায়বোনা।

প্রশ্নকর্তা:মানে কম নিতে চায়না?

উত্তরদাতা:কম নিতে চায়না। তাইলে দেখা যায় যে তাগো দাম কম দিলে লাভ কম হয়বো। চালান ক্ষতি হয়বো। এরকম।

প্রশ্নকর্তা:তো আপনি চাচীর লাইগা ঔষধ কিনছেন। চাচী কি ঔষধগুলা খায়য়া ভালো হয়ছে আল্লাহর রহমতে? কি অবস্থা

উত্তরদাতা:ভালো অতো হয়না। যে সমস্যাটা সমস্যা হয়ছে, ঐটা থাকেই। ঐ পেটের মধ্যে একটা সমস্যা। এটা তো থাকেই।

প্রশ্নকর্তা:ঐটা ভালো হয়না?

উত্তরদাতা:ঐটাে তা

প্রশ্নকর্তা:সবগুলা ঔষধ কি খায়ছে?

উত্তরদাতা:ঔষধ তো আমি কোর্স ধইরা খাওয়াইয়া থুইছি।

প্রশ্নকর্তা:কি করে?

উত্তরদাতা:মানে পুরা কোর্স যে, একবার দিল চৌদ্দদিনের ঔষধ। চৌদ্দদিনকার ঔষধ দিল। আর একটার ঔষধ দিল, এটা খাওয়ানো লাগবো কমপক্ষে তিনমাস। তিনমাস এটা খাওয়াইলাম। চৌদ্দদিন খাওয়াইয়া নিয়া আবার কইলো আপনি কেমন হয় নাহয় আমাকে, আবার লইয়া গেলাম। গেলাম মতে আবার অন্য পথ ঘুরিয়া আবার আরো ঔষধ দিল। কইলো এটা তিনমাস খাওয়ানো লাগবো। হেগুলো খাওয়াইছি। পেটের আর সমস্যার সমাধান হয়না।

প্রশ্নকর্তা:সমাধান হয় নাই?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:তো আপনি তো বললেন যে আপনি কোর্স ধইরা ধইরা ঔষধ খাওয়ায়ছেন

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:কিন্তু এমন কি কখনো হয়ছে যে ধরেন আপনি ঔষধ আনছেন চৌদ্দদিনের জন্য বা একমাসের জন্য, তিনমাসের কোর্সের কথা বললেন। আনছেন কিন্তু দেখা যায় যে, ঔষধটা রাইখা দিছেন, পরবর্তীতে আবার খাওয়ায়বেন। এরকম হয়ছে?

উত্তরদাতা:না। না। যেইডি যে টাইম মতো লিখে, হেইডি খাওয়াইছি। হেইডি আর রাখি নাই যে, অহন কমলো, অহন কয়দিন থাকবো, আবার হইলে খাওয়ামুনে। এই নিয়তে করি নাই। এভাবে খাওয়াই নাই।

প্রশ্নকর্তা:অনেক সময় হয়না যে, এরকম দেখা যাচ্ছে যে বা ওর লাইগা ঔষধ আনছি, আপনি নিজের জন্য রাইখা দিলেন বা নিজের জন্য খায়লেন বা অন্য কারো যদি হয় এরকম যে এরকম কেউ ব্যথা পায়, তাহলে তাকে খাওয়াবো। এরকম মনে করে কি কখনো ঔষধ রেখে দিছেন?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:এন্টিবায়োটিক যদি কখনো রাখছেন কিনা?

উত্তরদাতা:না। তা রাখি নাই।

প্রশ্নকর্তা:এক একটা এন্টিবায়োটিক এর দাম কত? কত দিয়ে কিনছিলেন?

উত্তরদাতা:আমার তো খেয়াল নাই। আমার খেয়াল নাই।

প্রশ্নকর্তা: খেয়াল নাই, না?

উত্তরদাতা:না। তারপরে একজনের ঔষধ আরেকজনরে দিই কোনটা, আমি এইযে ভাঙছিলাম না? আমার শালা একটা মলম কিনে দিছে। মলম কইলো দুলাভাই এটা লই যান, তার পরিবার আবার ইয়ে গেছিল, মাদ্রাজ গেছিল। মাদ্রাজ গেছিল, হেইখান থেকে একটা মলম আনছিল বিষের। তো বলে, মলমটা দিয়ে দেখেন ছে। তো মলম টলম দিলাম, অহন আমার এইযে এইহানে করে,সময় সময় পরিশ্রমের কাম করলে একটু ব্যথা করে। তা আমি আবার ঠিকমতো হেই ঔষধটা এই দুইদিন তিনদিন দিই, ব্যথাটা একটুও থাকেনা। আবার তার তো ঠ্যাঙের ব্যথা থাকে, তারটা কমেনা। থাকে। আমারটা তো আবার কমে।

প্রশ্নকর্তা:এটা তো ভাঙছে দেখে মনে হয় ব্যথাটা থাকে।

উত্তরদাতা:অহন ভাঙাটা যে, কতটুক রয়লো, আর কতটুক কি জোড়া লইলো, এইডা একটু দেখুম আবার এক্সরে কইরা দেহন লাগবো। অহন পয়সা নাই দেইখা আমি অহন ডাক্তারের ঘরে যাইনা। ৪৫:০০

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। তো পয়সার যোগানটা কোথা থেকে আসে? কিভাবে ম্যানেজ করেন?

উত্তরদাতা:পয়সা যোগাড় করন লাগবো আল্লাহ দিলে ধান টান কাটবানছি। অহন ধান কিছু বেচন লাগবো। নাহলে হয়তো একটা গাছ বেচুম। আবার কাঁঠালের সিজন আইলে কাঁঠাল বাতি হইলে কাঁঠাল কিছু বেচুম। তালি বালি কইরা -------। তাছাড়া তো আর ইয়ে হয়বেনা।

প্রশ্নকর্তা:তো এন্টিবায়োটিকের যে ঔষধ বা যেকোন কিছুর একাট মেয়াদের বিষয় থাকেনা? একটা মেয়াদ, তারিখ থাকে যে এতদিন খায়তে পারবে। তাইনা? একটা মেয়াদোর্ত্তীনের তারিখ থাকে। তো এন্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে মেয়াদোর্ত্তীনের তারিখের বিষয়টা জানেন, এটা কি?

উত্তরদাতা:অহন আমরা কই যে ডেট ফেল ঔষধ যেন আমাদের দেন না। ডাক্তাররে কই। হয়তো বাংলা তো কিছু বুঝি যে কত সনে, ঔষধটা কতদিন নাগাদ মেয়াদ আছে। ইংরেজিতে তো আমি পড়বার হারিনা। ইংরেজি থাকলে তো আমি আর হেইডা বুঝিনা। এহন ডাক্তাররে কই, ডেট ফেল ঔষধ যেন দেন না। অহন ডাক্তার কয়, ডেট ফেল দিইনা।

প্রশ্নকর্তা:এখানে ডাক্তাররা যে ইয়েটা দেয়, ঔষধের কথা যে বললেন। বাংলা থাকলে আপনি বুঝতে পারেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:আর

উত্তরদাতা:ইংরেজি থাকলে আমি বুঝিনা।

প্রশ্নকর্তা:তো প্যাকেটে কি থাকে ইংলিশ থাকে নাকি বাংলা থাকে?

উত্তরদাতা:আমি, কতখানে ইংলিশই থাকে। আবার বাংলা যেটা থাকে হেইডা আমি বুঝি। কত কত থাকে বাংলায়।

প্রশ্নকর্তা:মানে কোনটা বাংলা

উত্তরদাতা:খাওয়ার নিয়ম টিয়ম বাংলায় থাকে। ঐগুলা হয়তো পইড়া দেখি যে এই নিয়মে খাওয়া লাগবো। বা এক চামিচ ঔষধ বা দুই চামিচ পান, এভাবে মিক্সার করে খাওয়ান লাগবে। যেটা বুঝি এটা হেইভাবে, আর যেটা ইংরেজি থাকে, হেইডা কই যে বোতলের গায়ে লিখে দিবেন। কিভাবে খাওয়ানো লাগবো, কয়বেলা খাওয়ানো লাগবো। তাই করি।

প্রশ্নকর্তা:তো এই ইয়েটা ডেটটা কি বাংলাতে থাকে নাকি ইংলিশে থাকে, আপনি সেটা বলতে চাচ্ছেন নাকি ইন্সট্রাকশন যেটা

উত্তরদাতা:ডেটটা, কতগুলা ঔষধের ডেট ফেল হয় না?

প্রশ্নকর্তা:হ্যা।

উত্তরদাতা:ডেট ফেল ঔষধও কত কত বেচতে হারে। যাই করেন না, ডেট ফেল ঔষধ যেন দেননা। ডেট ফেল ঔষধ দিলে

প্রশ্নকর্তা:সেটা আপনি কিভাবে বুঝবেন, ডেট ফেল নাকি ডেট আছে?

উত্তরদাতা:ডাক্তাররে বিশ্বাস করন লাগবো। ডাক্তাররে কই। ডাক্তার যদি ডেট ফেল টা যদি দেয়, তাহলে আমার হেইডাই মানন লাগে। কারন আমি তো ডেট ফেল বুঝিনা।

প্রশ্নকর্তা:কেন বুঝেন না আপনি?

উত্তরদাতা:ইংরেজি থাকলে তো বুঝিনা।

প্রশ্নকর্তা:ইংরেজি, ডেটটা ইংরেজি থাকলে বুঝেন না?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:ডেটটা তাহলে কিরকম হলে আপনার জন্য বুঝতে সুবিধা হবে?

উত্তরদাতা:বাংলা থাকলে আমরা বুঝি।

প্রশ্নকর্তা:বাংলা থাকলে সুবিধা হবে।

উত্তরদাতা:সুবিধা হয়।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। তাহলে আমরা মানে বাংলা থাকলে আমরা পড়তে পারবো যেহেতু আমার বাংলাদেশে, ভাষা বাংলা। এজন্য আমিও পড়তে পারবো। তো এখন সাধারনত এগুলোর গায়ে কি, সিলটা বা ডেটটা কিভাবে আছে? বাংলাতে নাকি ইংলিশে?

উত্তরদাতা:কত কত বাংলায় আছে। আর কত কত ইংলিশে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। তার মানে বাংলায় থাকলে আমাদের জন্য সুবিধা?

উত্তরদাতা:সুবিধা।

প্রশ্নকর্তা:এটাই বলতে চাচ্ছেন, তাইনা? এন্টিবায়োটিক কি মানুষের ক্ষতি করে? আপনার কাছে কি মনে হয়?

উত্তরদাতা:এন্টিবায়োটিক আমি কিছু কিছু হুনি মানুষের কাছে যে পরিমান ছাড়া বেশীরভাগ খায়লে ঐটা ক্ষতি করে। ঐটা ক্ষতি করে। ঐটা হয়তো টুকটাক খাওয়া যায়। বেশীরভাগ খায়লে বলে ক্ষতি করে। এহন আছা মিছা আল্লাহ জানে।

প্রশ্নকর্তা:কি শুনছেন কিভাবে, কতটুকু ক্ষতি করে বলেন তো।

উত্তরদাতা:মানে ঐ ডাক্তারের ঘরে একজনে খালি এন্টিবায়োটিক টেবলেট নিয়ে খায়। বাজারে।

প্রশ্নকর্তা:কিভাবে?

উত্তরদাতা:অসুখের লাইগা খালি এন্টিবায়োটিক ঔষধ নিয়ে খায়।

প্রশ্নকর্তা:নিজে নিজে নিয়া খায়?

উত্তরদাতা:নিয়া খায়। ডাক্তারের কাছে কয়, এন্টিবায়োটিক, একদিন কইলো এটা কি আপনার লাইগা ঔষধগুলো নেন, প্রায় প্রায় নেন। আপনার লাইগা নেন নাকি আরো কারো লাইগা? তো কইলো, আমার লাইগা। কয় যে, তুমি এত ঔষধ খেয়োনা এইডা। এইডা বেশী খায়লে তোমার ক্ষতি হয়বো। তুমি ভালো ডাক্তারের লগে বুঝ করোগা গিয়া। এইডা বেশীরভাগ খেলে, তুমি যেভাবে খাওয়া লাগছো, এভাবে খেলে তোমার ক্ষতি হয়বো। কইলো বলে, মাঝে মাঝে বলে খালি ঐ ঘর থেইকা ঔষধ নেয়। ঔষধ নেয়।

তহন খালি ঐ এন্টিবায়োটিক দেয়। তাই চায়, ডাক্তারে তাই দেয়। অহন পরে একদিন ঔষধ কয় যে তোমারে আমি ঔষধ দিয়ামনা। দিয়মনা ক্যা রে, তুমি এইডা কি নিজের লাইগা খাও নাকি তুমি কাউরে নিয়া দাও? কয়, আমার নিজের লাইগা। কইলো আমি এত ঔসধ তোমারে এন্টিবায়োটিক খাওয়ামু না। তোমার কোনটা তুন ইয়া হইয়া যায়বো গা, শেষে আমার ঠেকা হয়বো। তুমি ডাক্তারের লগে ভালো করে বুঝ করোগা। তোমার অসুখটা যে আর অন্য কোন

প্রশ্নকর্তা:কি হতে পারে এন্টিবায়োটিক খেলে কি ক্ষতি হতে পারে?

উত্তরদাতা:কিডনি মিডনির বলে ক্ষতি মতি হয়। এইগুলা হয়।

প্রশ্নকর্তা:কিডনির ক্ষতি হয়। আর?

উত্তরদাতা:আর তো আমি জানিনা।

প্রশ্নকর্তা:মানে কিডনির কথা শুনছেন মানে এন্টিবায়োটিক বেশী খেলে কিডনির

উত্তরদাতা:ক্ষতি হয়।৫০:০০

প্রশ্নকর্তা:ক্ষতি হয়। আর কি শুনছেন?

উত্তরদাতা:আর কিছু হুনি নাই।

প্রশ্নকর্তা:আর কিছু শুনেন নাই?

উত্তরদাতা:না। শরীরের রক্ত বলে পানি কইরা হালায়।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা?

উত্তরদাতা: শরীরের রক্ত বলে পানি কইরা হালায়। বেশীরভাগ খায়লে পরে।

প্রশ্নকর্তা:কিরকম একটু বলেন তো।

উত্তরদাতা:যেমন, অতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক খায়লে পরে ঐ কিডনি তো ক্ষতি করে আবার শরীরের রক্তও বলে নষ্ট করে হালায়। এহন আছা মিছা আল্লাহ জানে। আমরা তো পড়া জানিনা, ডাক্তারি বুঝিনা।

প্রশ্নকর্তা:এখন আমরা একটু আপনার গরুর বিষয়ে জানবো। এতক্ষন তো মানুষের কথা শুনলাম। তো গরুর বিষয়ে, গরুরও তো ঔষধ লাগে।

উত্তরদাতা: ঔষধ লাগে।

প্রশ্নকর্তা:গরুর কি হয়?

উত্তরদাতা:গরুর নানান ধরনের অসুখ বিসুখ হয়। রুচি কমে যায়গা, হয়তো পেট ফুলে। নাদা দুর্গন্ধ হয়। এইডার লাইগা আমাগো এহানে পশু ডাক্তার আছে। পশু ডাক্তারের কাছে যাই। এহানে সরকারি ডাক্তার, ডা:২০ ডাক্তার না? ডা:২০ আছে, সরকারি ডাক্তার, তার কাছে যাই। গেলে পরে হয়তো ইয়ে করে। চিকিৎসা করে। তো চিকিৎসা করে, সরকারি ডাক্তার বলে উনি মাগনা, উনাকে পয়সা দেওয়া লাগে পুরাইয়া। বহুত পয়সা নেয়। একটা গরুর পিছে একশো দুইশো তিনশো কইরা টাকা নেয়। বলে আমরা এটা কিনে আনি। অহন কিনে আনে না আনে, মাগনা দেয় নাকি কিনে আনে তা তো কইবার হারুমনা। তার বাদে এইযে রুচি একটা ইয়ে

দেয়। এই মিক্সার একটা ঔষধ দেয় গরুরে খাওয়াবার লাইগা। এইডা তো বোতল প্রতি এক দেড়শো টাকা দাম নেয়। তো মাগনা চিকিৎসা করেনা। আমাগো এহানে পশু ডাক্তার দিয়া চিকিৎসা গরুর করি পয়সা হেভি। একটা গরু খালি দুইটা ইনজেকশন দিলে তিনটা ইনজেকশন দিলে পরে সাত আট শ হাজার দেওয়া লাগে।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে কি গরুর অসুখটা একটু বেশী দামী? মানে বেশী খরচ হয় গরুর পিছনে?

উত্তরদাতা: গরুর পিছনে খরচ বেশী হয়। গরুর চিকিৎসাটা খুব বেশী। একটা গরুর ডেলিভারি পশু ডাক্তার নিলে পরে দুই হাজার তিনহাজার করে টাকা দেওয়া পড়ে। পনেরশ ষোলশ এর নীচে তো দেওয়াই যায়না। একটা ডেলিভারি হয়তে। আবার যেটা আল্লাহ খালাস করে সেটা তো পয়সাই লাগেনা। পশু ডাক্তার আনলে তাগো পয়সা আছে।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে আপনি যদি মানুষের কথা চিন্তা করেন আর পশুর ডাক্তারের কথা চিন্তা করেন কোনটা তে বেশী খরচ হয়?

উত্তরদাতা:খরচ, গরু যদি গরু মহিষের চিকিৎসা করলে টাকা পয়সা বেশী খরচ হয়।

প্রশ্নকর্তা: গরু মহিষের চিকিৎসাতে টাকা বেশী খরচ হয়। এদের ডাক্তারদের পিছনে বেশী খরচ হয় নাকি ঔষধের পিছনে?

উত্তরদাতা:অহন ঔষধে, ডাক্তাররা ঔষধ দেয়। ঔষধ দিয়া কয়, এইডা বিল হইলো। এইডা দেওন লাগে। যে এই টাকা বিল আইছে। হেই টাকা দেওন লাগে।

প্রশ্নকর্তা:তো আপনারতো এখানে, আপনার দুইটা গরু আছে বলছেন। না?

উত্তরদাতা:দুইটা গরু,ছোট ছেলের দুইটা গরু আছে। তাদের দুইটা মহিষ আছে।

প্রশ্নকর্তা: মহিষ আছে। তো আপনি তো গরুগুলোই দেখাশুনা করেন নাকি মহিষও দেখাশুনা করেন?

উত্তরদাতা:আমার বাড়িতে তো এক দুয়ারেই থাকি। আমার দুই পোলারটা ই তো করন লাগে।

প্রশ্নকর্তা:দুই পোলারটাই দেখতে হয়। তো এই

উত্তরদাতা:এইযে হে গাড়ি নিয়া দাওয়ায় গেছেগা। এইযে তার কামলা লইছে। এইযে এইডি তার কামলা। তার ক্ষেত, এই কামলাগো আমার দেখাশুনা করা লাগে। সংসার দুনোটা পরিচালনা আমারই করন লাগে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। তো এখন ছেলের যেটা, সেটা যে গরুটা আছে, সেগুলা যদি কোন ধরনের ঔষধ লাগে বা কোন প্রানী যদি হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে যায়, সেটা তার জন্য যে ঔষধ কিনতে হবে, সেই সিদ্ধান্তটা কে নেয়?

উত্তরদাতা:হেইডা আমারই নেওন লাগে।

প্রশ্নকর্তা:আপনি নেন?

উত্তরদাতা:হে তো বাড়িত থাকেনা। রাতে আহে আবার সকালে যায়গা। ভোরে যায়গা। হেই তার গরু এইযে, পাল বানছি আমি, খাওয়াইছি আমি।

প্রশ্নকর্তা:গরুর কি ধরনের ঔষধ লাগে?

উত্তরদাতা:ঔষধ তো ডাক্তাররা দেয় নানান ধরনের। কৃমির একটা টেবলেট কিনবার গেলে পঁচিশ টাকা লাগে।

প্রশ্নকর্তা:কৃমির টেবলেট?

উত্তরদাতা:রুচির, খায় যদি কম তাহলে আগে কৃমির টেবলেট খাওয়ানো লাগবো। হয়তো দুইটা বা তিনটা কৃমির টেবলেট খাওয়ালে তারপরে দেখবো যে কেমন হয় না হয়। ঐ আমাগো ছোট পোলার একটা হাড় (ষাড়), হেইডার পাছে হাজার পাঁচেক টাকা গেছেগা।

প্রশ্নকর্তা:কি হয়ছে?

উত্তরদাতা:শরীর ভালো হয়না। রুচি কম। হেইডা নিয়া পাঁচ হাজার টাকার কম খরচা হয়লোনা। তাও তো তার শরীর হেমনেই।

প্রশ্নকর্তা:কি হয়ছে এটা? কি রোগ বলছে?

উত্তরদাতা:কয় যে, কইলো বলে কি কৃমি জানি কইলো আমি তো মনে করতে হারিনা। কইলজার মধ্যে এইয়ে গুদা গুদা একটা কৃমি আছে। হেই কৃমি হয়ছে। তার লাইগা তিনটা ইনজেকশন দিল। বিল উঠলো সাড়ে সাতশো। সাড়ে সাতশো টাকা দিলাম। তারপর এই ফাকি ঔষধ দিল। ডিব্বা। ৫৫:০০

প্রশ্নকর্তা:ফাকি বলতে কোনটা কি ফাকি?

উত্তরদাতা:ফাকি ফাকি, সাদা।

প্রশ্নকর্তা:কিরকম? সাদা?

উত্তরদাতা:ঔষধ দিল। তার দাম পাঁচশো কি সাড়ে পাঁচশো টাকা ডিব্বাটার দাম। আরো জানি কি কি, ক্যাপসুল দিল। কি কি জানি দিল। তাতে টাকা লাগলো দুইহাজার নাকি বাইশ শ টাকার ঔষধ আনলো। আইনা খাওয়ায়লো। হেই হেমনে। ঐ য়ে ঐহানে পাকড়া একটা। ঐডার শরীর কি ভালো হয়ছে? একটুও ভালো হয়নি ক্যা। হেইরকমভাবে মনে করো পাঁচ হাজার টাকার খাওয়ানো গেছে ঔষধ হেইডারে।

প্রশ্নকর্তা: কখনো, এই গরুদেরকে কখনো এন্টিবায়োটিক দিছে কিনা? গরুদের এন্টিবায়োটিক দেয়, আপনি জানেন?

উত্তরদাতা:গরু মহিষরে এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন দেয়। এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন গরু মহিষরে দেয়।

প্রশ্নকর্তা:কিরকম এগুলো? কত টাকা দাম বা কিভাবে দেয়?

উত্তরদাতা: গরু মহিষের ইনজেকশন খালি দিলেই না নীচে তিনশো আড়াইশো। এর নীচে ইনজেকশন নেই। এহন এন্টিবায়োটিক দিলেও, অন্যটা দিলেও। গরু মহিষের ইনজেকশনের মেলা দাম।

প্রশ্নকর্তা: মেলা দাম। গরু মহিষের পিছনে মাসে কয় টাকা খরচ হয়?

উত্তরদাতা:আমাগো হিসাব তো আলাদা। ঐ ছোড পোলার মহিষ দুইটা সপ্তায় চার পাঁচ হাজার টাকার কাম যদি করে, তো দুই হাজার আড়াই হাজার তিন হাজার টাকা গরু মহিষের পিছে খরচ হয়।

প্রশ্নকর্তা:সেটা খাওয়ার পিছনে নাকি ঔষধের পিছনে?

উত্তরদাতা:ঔষধ, খাওয়া এগুলা নিয়া। ঔষধ তো সবসময় খাওয়ানো লাগেনা। ঐ ভুষি কুড়া কিনন লাগে। এক বস্তা ভুষির দাম হইলো গিয়া হাজার বারো শ। আমাগো তো তিন বস্তা ভুষির নীচে সপ্তাহ পার হয়না। দুই বস্তা কুড়া লাগে। আবার বাড়ির কুড়া তো খায়ই। আবার এরমধ্যে ভাতও খায়।

প্রশ্নকর্তা:ভাত কি মহিষেরে নাকি গরুরে?

উত্তরদাতা: গরুরে মহিষেরে হগলটাইরে খাওয়ানো লাগে।

প্রশ্নকর্তা:খাওয়াতে হয়, না? ঐ নরম করে করে।

উত্তরদাতা:হ্যা। কাম করি, এমনে খাই।

প্রশ্নকর্তা:এন্টিবায়োটিকগুলো কিসের জন্য দিছে? কি হয়ছিল আর ইনজেকশন দিছে?

উত্তরদাতা:এন্টিবায়োটিক ঐটা তো এইযে রুচি কম দেখে রুচি হইবো, এই সমস্ত। রুচির লাইগা

প্রশ্নকর্তা:কয়টা দিছিল?

উত্তরদাতা:ঐ হাড়টারে (ষাড়) তিনটা ইনজেকশন দিছে। নানান ধরনের ঔষধ দিল। একটা দিল ঐযে কইলজার মধ্যে গুড়া কৃমি হয়, ঐটার লাইগা। আবার দিল এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন দিল রুচির লাইগা। আরো জানি রুচির লাইগা কি কি দিল। তিনটা ইনজেকশন তিন পদের হয়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তা:কয়দিন পরপর দিছে বা কোনকিছু

উত্তরদাতা:না, ঐটা একদিন খায়তে দিছে। তিনোটা ইনজেকশন একদিন খায়তে দিছি।

প্রশ্নকর্তা:এটার জন্য কি আপনারা যায়য়া ঔষধগুলো আনেন নাকি ডাক্তারে

উত্তরদাতা:না। ডাক্তারের ফোন নম্বর আছে। ফোন করলে ডাক্তার হোন্ডা নিয়া আহে বাড়িতে আহে।

প্রশ্নকর্তা:ডাক্তারে হোন্ডা নিয়ে চলে আসে বাড়িতে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:আপনাদের যায়তে হয়না? সে কি লিখে দেয়না যে এই ঔষধটা নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা:না। ঔষধও হেইতে নিয়ে আহে। ঔষধও হেইতে দেয়।

প্রশ্নকর্তা:তো হের কি কোন ফার্মেসি আছে?

উত্তরদাতা: ফার্মেসি আছে।

প্রশ্নকর্তা:সে কি কোন ইয়েতে বসে? চেম্বার আছে?

উত্তরদাতা:আছে।

প্রশ্নকর্তা কোথায়?

উত্তরদাতা: অংশগ্রহণকারীর নিজগ্রাম

প্রশ্নকর্তা: অংশগ্রহণকারীর নিজগ্রাম । ঐখানে সে বসে? ঐখান থেকে সে ঔষধ নিয়ে আসে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:কিন্তু সে কি কোন কাগজে লিখে টিখে দেয় যে এই ঔষধটা লাগবে বা এটা নিয়ে আসেন, প্রেসক্রিপশন করে কিনা?

উত্তরদাতা:না। কোন প্রেসক্রিপশন করেনা। ওর দোকান থেকে যা লাগে, ঔষধ ব্যাগ ভরা থাকে। ব্যাগ ভইরা ঔষধ লইয়া আহে। যেটা যেটা লাগবে এটা দেখে দেখে হেইডা দিয়ে থুয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা: তো এইযে ঔষধের, এন্টিবায়োটিক দিয়েছে গরুর জন্য। এটা কতদিনের জন্য খাওয়ায়ছেন?

উত্তরদাতা:এটা

প্রশ্নকর্তা:ইনজেকশন বলছেন তিনদিন?

উত্তরদাতা:তিনদিন।

প্রশ্নকর্তা:আর ঐযে ফাকি যে ঔষধটা দিছেন, ফাকি ঔষধটা

উত্তরদাতা: ফাকি ঔষধ তো মেলা দিন খাওয়াইলাম। কিছুই হয়না। ঐযে ধানের ডাটিগুলা, কাঁচা। ডাটিগুলা পর্যন্ত খায়না।

প্রশ্নকর্তা:খায়না?

উত্তরদাতা:ঐ খালি ঘাস খায়বো একটু। আর কুড়া পানি খায়বো। আর কিছু খায়না। খেড় বলতে খায়না। কোন খেড়ই খায়না।

প্রশ্নকর্তা:এটা কি কোন ডোজ আছে? কতদিন খাওয়ায় বা কতদিন কি, কত পাওয়ারের

উত্তরদাতা:এটা ইয়া আছে। ঐটার একটা কোড আছে। ঐটার ডোজ আছে, পরিমান আছে। এই করে খাওয়ানো লাগবো।

প্রশ্নকর্তা:খাওয়ায় কে? এগুলা গরুকে খাওয়ায় কে?

উত্তরদাতা:বউরা খাওয়ায়।

প্রশ্নকর্তা: বউরা খাওয়ায়। গরুর খড় টড় এগুলা কেটে কুটে দেয় কে?

উত্তরদাতা:আমরা কেটে খাওয়াইনা। এইযে খেড় হুকনা আনছি না? পানিতে খালি ভিজায়য়া দিমু। আর কাটা কুটা না।

প্রশ্নকর্তা:ও, কাটা লাগেনা। এদিকে ভালো হয়ছে। আমাদের দিকে তো কাটতে হয়। তো আপনার কাছে কি মনে হয় এইযে এন্টিবায়োটিকগুলো খাওয়ায়ছেন বা ঔষধগুলো গরুকে খাওয়ায়ছেন। এগুলো কি আপনার পশুকে ভালো করছে?

উত্তরদাতা:না। আমার এটা ভালো হয়নি। এটা কইলাম, এটা অহনো হেইডা হেমনিই।১:০০:০০

প্রশ্নকর্তা:এখনো

উত্তরদাতা:এটা হেই মেরা।

প্রশ্নকর্তা:মেরা?

উত্তরদাতা:হ্যা। স্বাস্থ্যই ভালো হয়না।

প্রশ্নকর্তা: স্বাস্থ্য ভালো হয়না। এজন্য মেরা? আচ্ছা। তো এন্টিবায়োটিক দেওয়ার পরও কি এগুলার কোন অবস্থার উন্নতি হয় নাই?

উত্তরদাতা:এটার কোন উন্নতি হইলোনা।

প্রশ্নকর্তা:কতদিন আগে খাওয়ায়ছেন আপনি?

উত্তরদাতা:এই মাসখানিক আগে।

প্রশ্নকর্তা: মাসখানিক আগে।

উত্তরদাতা: হেই সময় যেমনে খায়ছে, অহনো হেমনেই খায়। আবার কত তো ভালো হয়। আমার এইডা তো ভালো হইলোনা।

প্রশ্নকর্তা:আপনারটা ভালো হয়নি?

উত্তরদাতা:না। মহিষেরে আবার খাওয়াই না? কত মহিষে ভালো হয়। আমাগো তো একজোড়া আনছিল দুইলাখ চুরাশি, দুইলাখ বাহাত্তর হাজার দাম। আইনা পনের দিন ঔষধ পাতি খাওয়ায়লো, মুখে রুচি ধরায়তে হারলোনা। পরে দশ হাজার টাকা ক্ষতি দিয়া বেচে ফেলছে।

প্রশ্নকর্তা:মহিষ?

উত্তরদাতা:বেচে আবার আর এক জোড়া আনছে।----১:১:০০

প্রশ্নকর্তা:মানে ঠিকমতো খাচ্ছিল না?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। তো এই যে চাচা, ঔষধগুলো দেয়, তো আপনারা কি এগুলো সবগুলো গরুরে নিয়মমতো খাওয়ান কিনা মানে খাওয়ায় শেষ করেন কিনা নাকি থাইকা গেলে রাইখা দেন বা পরবর্তীতে আবার খাওয়াবেন এজন্য রেখে দেন?

উত্তরদাতা:না। ঐডা একটা নিয়ম দেয়। হেই নিয়মের ভিতর হেইডি খাওয়ায়য়া শেষ করন লাগবো।

প্রশ্নকর্তা:এরকম কিছু কি রাখা আছে বাড়িতে, দেখানো যায়বো?

উত্তরদাতা:না। ঐ কৌটা আছে। খালি ডিব্বাগুলা।

প্রশ্নকর্তা:খালি কৌটা আছে।

উত্তরদাতা:আছে।

প্রশ্নকর্তা:কিন্তু ইয়া নাই? মানে ঔষধ রয়ে গেছে এরকম কোন কিছু নাই?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:নাই কেন?

উত্তরদাতা:তিনো তো খাওয়ায়বার কইলো। তিনো তো খাওয়ায় দিলাম। শেষ।

প্রশ্নকর্তা:মানে খাওয়ায় ফেলছেন এজন্য আর নাই?

উত্তরদাতা:আর নাই।

প্রশ্নকর্তা:তো ঔষধের কথা যেহেতু মানুষের ঔষধের কথা বলছেন, মেয়াদের কথা। গরুর ঔষধের কি মেয়াদ টেয়াদ আছে? কিছু জানেন?

উত্তরদাতা:না। মেয়াদ আছে তো। মেয়াদ আছে।

প্রশ্নকর্তা:এটা নিয়ে কি মানে গরুরটা কিরকম

উত্তরদাতা:কইয়া দেয় যে এই ঔষধটা এই কয়দিন খাওয়ানো লাগবো। এই কয় ওয়াক্ত খাওয়ানো লাগবো। এই কয় ওয়াক্ত খাওয়ালে শেষ। না হারলে গিয়া যদি কই, তাহলে কয় যে, কি করুম, আমি ঔষধ, ভালো ঔষধ দিছি। ভালো ঔষধই দিছি।

প্রশ্নকর্তা:কে বলে?

উত্তরদাতা:ডাক্তার কয়। ডাক্তারই কয়। আমি যে ঔষধ দিছি, যদি না হারে, আপনারটা হারে নাই, আরো তো হারছে।

প্রশ্নকর্তা:তখন কি করেন? কার কাছে যান আবার?

উত্তরদাতা:তখন আর কার কাছে ঐযে মহিষ একজোড়া কইলাম না? দশ হাজার টাকা ক্ষতি দিয়ে বেচে ফেললাম।

প্রশ্নকর্তা:তখন বেইচা দেন যদি রোগ না সারে?

উত্তরদাতা:বেচেই হেলাইলাম।

প্রশ্নকর্তা:হঠাৎ করে এমন কোন সময় হয়ছে কিনা হঠাৎ করে একটা রোগ এসে গেছে, যেটাকে পশুর দ্রুত চিকিৎসা নেওয়া দরকার। কোথায় যাবেন, এরকম কোন কিছু হয়ছে, কোন ঘটনা ঘটছে?

উত্তরদাতা:না ঘটে, বহুত ঘটে। চিকিৎসা যে পশু ডাক্তার, না হইলে গরু মহিষ তো আর হাসপাতালে ভর্তি করন যায়না। হেইডা মইরা যায়গা। হেইডা মইরা যায়গা। আমার এক মহিষের বাচ্চা মইরা গেলগা। বিকালে ঔষধ, ইনজেকশন দিয়া থুয়ে গেল না? ----১:৩:০০

প্রশ্নকর্তা:তাহলে একটা সুন্দর কথা বলছেন। গরু ছাগলকে তো হাসপাতালে নেওয়া যায়না।

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:তো পশু হাসপাতাল বলে যে, ঐখানে কি করে?

উত্তরদাতা:ঐহানে নিলে তো ইনজেকশন দিয়ে দেয়। ঔষধ খাওয়ায়য়া দেয়। দেখেও। দেখি, কত জ্বর উঠছে গরুটার? বা মহিষটার কত কি জ্বর উঠছে? দেখে। ঐ নাদার ঘর দিয়া একটা ইয়ে ঢুকায়ে দেয়। দেখলে বোঝা যায় আসলে কি জ্বরই আছে না কি আছে এটা পরীক্ষা করে।

প্রশ্নকর্তা: তো এখন যেটা হয়ছে যে ধরেন আপনার অসুখ একটার ভালো হয়ছে, আরেকটার হয় নাই। তো যেটা ভালো হয়ে গেছে, আবার যদি এন্টিবায়োটিকের দরকার হয়, বা আবার যদি কখনো অসুস্থ হয়, এজন্য মানে এন্টিবায়োটিকের যদি দরকার হয়, আপনি কি করবেন? কোথায় যাবেন?

উত্তরদাতা: নেওয়ার শেষে ঐতো যে ডাক্তার,গরু ছাগলের মহিষের অসুখ হলে ঐ ডাক্তার ----। হারলে হারলো, না হারলে মইরা গেলগা। আর কোন চিকিৎসা নেই হেরা। তাই না গো?

প্রশ্নকর্তা:এরাই শেষ ভরসা?

উত্তরদাতা:এরাই শেষ ভরসা।

প্রশ্নকর্তা:যারা এই ডা:২০ আছে, এলাকাতে যারা আছে। আর কোথাও যাওয়ার মতো কোথাও থেকে ঔষধ আনার মতো মানে ব্যবস্থা

উত্তরদাতা:আছে। হেখানেও যোগাযোগ করি। যোগাযোগ, তারাও হয়তো হেড অফিস আছে। পশু হাসপাতালে একটা হেড অফিস আছে না? হেড অফিস থেকে খবর লই। লইয়া তারাও কয়, এগুলা এগুলা খাওয়ায়য়া দেখো, যদি আল্লাহ ভালো করলে করলো, নাহলে তো নাই।

প্রশ্নকর্তা:এইযে গরু ছাগলের এন্টিবায়োটিক খাওয়ানোর পরে কি কখনো কোন অসুবিধা বা সমস্যা বা ক্ষতি হয়ছে কিনা?

উত্তরদাতা:ক্ষতি হয়ছে যে আমার মহিষের বাচ্চারে ইনজেকশন দিয়ে গেল। ইনজেকশন দিয়ে গেল, ইনজেকশন দেওয়ার পরে সন্ধ্যার সময় দিয়ে গেল, ----১:০৫:০০-- সময় এটা মারা গেল।

প্রশ্নকর্তা:সেটা কি এন্টিবায়োটিক ছিল?

উত্তরদাতা:এটা ঘাস কম খায়ছে। ঘাস কম খায়ছে ক্যা, রুচির লাইগা দিয়া দিল। কইলো বলে আবার আর একটা দিছে বললো যে দুইটা তিনটা ইনজেকশন থেইকা কিছুকিছু দিয়া একটা ইনজেকশন ভরলো। একটা ইনজেকশন ভইরা তারে দিল। হেইডা আর বাঁচলোনা।

প্রশ্নকর্তা:কি হয়ছিল একটু বলেন তো আবার। দুইটা তিনটা ইনজেকশন

উত্তরদাতা:যেমন ইনজেকশন --- আছে না?

প্রশ্নকর্তা:হ্যা।

উত্তরদাতা:এটা থেকে নিল কিছু ঐটা থেকে নিল কিছু, ঐটা থেকে নিল কিছু। তিন পদের তিনটারতুন কিছু কিছু নিয়ে

প্রশ্নকর্তা:একটা বানায়ছে।

উত্তরদাতা:একটা বানায়ছে। একটা ভইরা তা দিয়ে একটা দিয়ে গেল। আমার মহিষটা বাঁচলোইনা।

প্রশ্নকর্তা:তার মনে ঐ ঔষধের কারনে কি বাছুরটা বাঁচে নাই নাকি?

উত্তরদাতা:ঐটা আল্লাহ জানে। অহন এইডার হায়াতও না থাকার হারে। এমনে মেলা দিন ধরে ঐযে অসুখ অসুখ ভাব, মধ্যে যেদিন ইনজেকশন দিল না? হেইদিন মারা গেল। অহন ইনজেকশইেন মরলো না আল্লাহ ঐডারে নিয়ে গেল হেইডাতো কইবার হারিনা। অহন আমরা শেষ ইয়েতে যায়য়া অহর আল্লাহ ঐডার হায়াত নাই। এইডাই কইয়া দিই।

প্রশ্নকর্তা:এটা তো একটা বড় বিগ, মানে আপনার অনেক লস, ক্ষতি না? বড় একটা ক্ষতি হয়ে গেল না?

উত্তরদাতা:একটা মহিষের দাম হইলো যে, একজোড়া মহিষ আনছে আমার দুইলাখ বাহাত্তর হাজার দিয়ে আনছে। এরম হয়লে পরে আমার ক্ষতি না? বহুত ক্ষতি, বিরাট ক্ষতি।

প্রশ্নকর্তা:তো আপনার কাছে কি মনে হয় মানে তাহলে এই চিকিৎসা এইযে এন্টিবায়োটিক দিয়ে হয়তোবা সে মানে এটা কি চিকিৎসা, আপনি কি বলবেন এটা ঠিক আছে, ভালো চিকিৎসা হয়েছে নাকি ভালো হয় নাই?

উত্তরদাতা:অহন ঠিক, আমরা কি, আমরা তো কইবার হারিনা। আমরা কইবার হারিনা যে, ডাক্তাররা কইবার হারে এইডা। ডাক্তাররা তো যা কয়, আমাগো তাই হুনন লাগে।

প্রশ্নকর্তা:আপনার কাছে কি মনে হয় তাকে আপনি এইযে সে তিনটা দিয়ে একটা বানায়য়া দিল, এটা কি ঠিক আছে, ঔষধটা মানে ঠিকমতো দিল

উত্তরদাতা:এই তিনটা দিয়ে একটা বানাইলো না? একটা, তিনটা দিয়ে যে একটা ইনজেকশন বানায়লো, তহন আমার মহিষটা মারা গেল, আমি সকালে উঠে ডাক্তারের কাছে গেলাম, তুমি আমার মহিষটা মারলা। তিনটা ইনজেকশন তুন কিছু কিছু নিয়া একটা ইনজেকশন কইরা তুমি কি,এই ঔষধটা যে দিলা,---১:০৭:৪৫-- মহিষটা মইরাই গেল। তো হে কইলো আমি চেষ্টা ভালোই করছি। অহন আপনার ভাগ্যে নাই। তারপর আমি তারে বললাম, না, আমি তোমার নামে কেস করুম। আমি তোমার নামে কেস করুম। তুমি বুঝবা না। তুমি যেটা না বুঝবা, তুমি হেইডা কইবা আমি এইডা বুঝিনা। তাহলে তোমার উপরওয়ালা ডাক্তার আছে। হেড অফিস আছে। হেড অফিসে আমি যেতাম। আমি মেলা মহিষ গরু নিয়া আমি এই হেড অফিসে গেছি। পালি যহন আল্লাহ দিলে গরু মহিষ সবসময় দুই চার জোড়া থাহে আমার বাড়িতে। আমি বহু জায়গায়, হেড অফিসে ডাক্তারের লগে আমার পরিচয় আছে। বা তারে আনন লাগে। তারে অনলে টাকা লাগে মেলা। হেড অফিস থেকে ডাক্তার আনতে হলে টাকা লাগে তিন চার হাজার। তার বিল হইলো দুইহাজার। আর ঔষধের দাম টাম দেওয়া লাগে। তিন চার হাজার টাকা খরচা যায়। তাও গেলে পরে যদি আমার এক লাখ টাকার একটা জিনিস বাঁচে, তাহলে তিন চার হাজার টাকা খরচা গেলে কোন ব্যাপার না।

প্রশ্নকর্তা:মানুষের ডাক্তারের ভিজিট কত আর গরুর ডাক্তারের ভিজিট কত?

উত্তরদাতা:মানুষের ডাক্তার একটা বাজার থেকে বাড়িতে আনলে পরে অন্তত একশো টাকার নীচে ভিজিট দেওয়া যায়না। যদি অসুস্থ থাকে তাহলে তো বাড়িতে আননই লাগে। আর সুস্থ থাকলে তো আমরা আস্তে আস্তে যায়তে হারি। গরু বাড়িতে আইলে, গরু মহিষে নিয়া যদি বাড়িতে আহে তাহলে ভিজিট দুইশো টাকা দেওন লাগবো।

প্রশ্নকর্তা:কত?

উত্তরদাতা:দুইশো।

প্রশ্নকর্তা:যেটা ঐযে এলাকাতে আছে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:আর হেড অফিস থেকে আনলে?

উত্তরদাতা: হেড অফিস থেকে আনলে বহুত। হেড অফিস থেকে একটা ডাক্তার আনলে দুই হাজার টাকা ভিজিট লইবো।

প্রশ্নকর্তা:হেরা হয়ছে পাস করা ডাক্তার?

উত্তরদাতা:হ্যা, পাস করা ডাক্তার।

প্রশ্নকর্তা:আর মানুষের ক্ষেত্রে যদি পাস করা ডাক্তার বাড়িতে আনেন, কত দিতে হয়বো?

উত্তরদাতা:মানুষের, আমরা তো, ইয়ে আমাগো এহানে তো একটাই ডাক্তার আছিল পাসের ডাক্তার আছে, ডা:১৭।

প্রশ্নকর্তা: ডা:১৭

উত্তরদাতা: ডা:১৭। হিন্দু। ডা:১৭। হিন্দু মানুষ। তারে আনলে পরে ঐ আমলে টাকা পয়সার খুব মুল্য আছিল। তারে আনলে পরে আড়াইশো তিনশো টাকা দেওয়া লাগতো ওর আসা যাওয়ার ভাড়া। ঔষধের দাম পরে। অহন তো আমরা আগে যেমন ডাক্তার আনিনা, হয়তো গাড়ি ঘোড়ার রাস্তা হয়ছে। রোগী অসুস্থ রোগীও গাড়ি দিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এজন্য এহন আনিনা। অহন ঐ জায়গায়ই নিয়া যাই। গাড়ি দিয়া নিয়ে যাইগা।

প্রশ্নকর্তা:তো চাচা, আমি যেটা বোঝার চেষ্টা করতেছি সেটা হচ্ছে যে একটা মানুষের ডাক্তার আর গরুর ডাক্তার। গরুর ডাক্তার আপনি বলছেন যে অনেক বেশী পয়সা লাগে তাকে বাড়িতে আনতে হলে। মানে বিষয়টা কেন?

উত্তরদাতা:গরুর ডাক্তার তো কম। একটা ডাক্তার এহানে। আর মানুষের ডাক্তার অভাব নেই আমাগো এহানে। মানে এই বাজারে দশটা ফার্মেসি দোকান আছে ডাক্তারে। একজন দাম বেশী দেহায়লে আরেকজনে কম দেহায়বো। তাহলে, আর এই গরু মহিষের ডাক্তারটা যে একটা ডাক্তারই। পাসের একটা ডাক্তারই। সরকারতুন ট্রেনিং লই আইছে। অহন হে যা চায়বো, হে রে তাই দেওন লাগবো। এই গত চারমাস আগে আমার এহানতুন এইযে ---- ঐহানে নিছে আমার হালির একটা গাই ডেলিভারির লাইগা নিছে তারে। পঁচিশ শ টাকা দেওয়া লাগছে।

প্রশ্নকর্তা:খালি ডেলিভারী করায় দিছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। পঁচিশ শ টাকা দেওয়া লাগছে। আমি রাইত কইরা আইলাম। আমার ভিজিট পনের শ টাকা।

প্রশ্নকর্তা: ভিজিট পনের শ?

উত্তরদাতা:আর একহাজার টাকার ইয়ে দিলাম। ঔষধ দিলাম।

প্রশ্নকর্তা:এটা কি ডাক্তার বলতেছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। তো দিলাম।

প্রশ্নকর্তা:তো আপনার কাছে কি মনে হয় যে গরুর ডাক্তার কম কেন মানে এই মানে সেক্টরটা মানে এই গরু গবাদি পশু, হাঁস এগুলার প্রতি কি আমাদের নজর বা গুরুত্ব কম এজন্য নাকি মানুষের প্রতি বেশী, কোনটা? আপনার কাছে কি মনে হয়?

উত্তরদাতা:অহন গরু মহিষের ডাক্তার তো এটা নিয়ে আমাগো একটু গুরুত্ব কমই। নাহলে পশু ডাক্তার আমাগো এই পাহাড় এলাকার মধ্যে মাত্র একটা। পাহাড় এলাকার মধ্যে একটা।

প্রশ্নকর্তা:সে কি পাস করা?

উত্তরদাতা:এই সরকারতুন তারে ট্রেনিং দিয়ে নিছে। একটা। আবার গুড়া ইউনিয়নের মধ্যে গুড়া ইয়ের মধ্যে মাত্র একটা অফিস। এহানে খালি একটাই । তো এই কারনেই তো, গুড়ায় তো ডাক্তার, হাজার হাজার ডাক্তারের দোকান আছে। মানুষের। কিন্তু গরু মহিষের মাত্র একটা। অনুমান করছি এই কারনেই দাম বেশী নেয়। ওরা যা চায়বো, তাই দেওন লাগবো। আর তো দ্বিতীয় কোন নাই।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে কি এটা একচেটিয়া ব্যবসা তাদের এজন্য যে অল্প সংখ্যক দোকান মানুষের গরুর আছে। তার আসতেই হবে।

উত্তরদাতা:তাইতো ওরা দামটা বেশী নেয়। যা চায় তাই দেওন লাগে। যদি আরো দুইচারটা থাকতো, তাহলে আর এতো দেওন লাগতোনা। তাহলে যাচাই বাছাই করতে

প্রশ্নকর্তা:তাহলে কি আপনার কাছে কি মনে হয় এই সেক্টরটার প্রতি আমাদের নজর দেওয়া উচিত বা কেন উচিত?

উত্তরদাতা:এটার মধ্যে একটু নজর দেওয়া উচিত। সংখ্যা আরেকটু বাড়ান দরকার।

প্রশ্নকর্তা:কাদের সংখ্যা বাড়ানো দরকার?

উত্তরদাতা:এই ডাক্তারদের সংখ্যা। এক ডাক্তারে তো হে যা চায়বো, তাই। এক দোকান থেকে ঔষধ সদাই করলাম, কইলো বলে এটার দাম কত? কইলো বিশ টাকা। নিলে নাও, না নিলে যাওগা। আর তো কোন ---। ঐডা দশ টাকার মাল থাকলে বিশ টাকা দিয়ে আননই লাগবো। দোকান তো আর নাই ক্যা। তাহলে হেই হিসাবে একটা ডাক্তারে। আবার এওডা করছে, আমাগো এহানে আবার আরেক ডাক্তার এই ট্রেনিং দিয়ে আইছে তা কইয়াম না। এই গরু মহিষের বীজ দেয়। বীজ দেয়। ওরে একটা গরু মহিষের বীজ দিলে পরে ভালো অস্ট্রেলিয়ার একটা বীজ দিলে পাঁচ সাতশো টাকা দেওয়া লাগে। হেও আবার ট্রেনিং ট্রেনিং দিছে নি না দিছে, হে কোন ইয়ে না। সরকারি পাস পুস তার নেই। গরু মহিষের চিকিৎসা করে। তারে দিয়ে করলে পরে আর একটু কমানো যায়। আমার এইযে এইডা বীজ ভরে লইছি না ওর কাছে। ও চায়লো তিনশো টাকা। আর তারতুন লই আইছি দেড়শো টাকা দিয়ে। তার দোকান, তার হেইডা আবার আলাদা। ফাঁকে। এই বাজারে না। পাড়ার মধ্যে। এইডা আরো কমই দেয়। বলে আমি এত টাকা চাইনা। আমারটা দেড়শো টাকা দিছি।

প্রশ্নকর্তা:দেড়শো টাকা দিয়ে নিয়ে আসছেন?

উত্তরদাতা:দেড়শো টাকা দিয়ে আনছি এই ইয়ের মধ্যে। এইহানে গেলে তিনশো দেওয়া লাগতো। তাও বলে তার প্রতি বলে অবজেকশন আইছে ওর অফিসে। যে এহানে আরেকজনে ইয়ে করে। গোপনে গরু বীজ দেয়।------ তাহলে ওর নামে কেস দিবো বা ইয়ে করবো, এরকম একটা ইয়ে।১:১৫:০০

প্রশ্নকর্তা:আপনাদের এলাকায় মানুষের গরু ছাগল কেমন আছে?

উত্তরদাতা:গরু ছাগল মোটামুটি ভালোই আছে। অহনতো বেয়াগে এইযে ফার্ম সিস্টেম করছে। গোয়াল পাকা কইরা গরুর ফার্ম বহুত আছে।

প্রশ্নকর্তা:এগুলা কি দুধের জন্য না

উত্তরদাতা:দুধের জন্য আবার পালার জন্য। এইযে এই হাড় পালে। বিক্রির জন্য। এহন মাইনষে গরুর মধ্যে বেশী ইয়ে। আগে----। অহনতো গরু চালাই না। অহন খালি গোয়ালে রাখে।

প্রশ্নকর্তা:ঠিক আছে। আমরা অনেক সুন্দর সুন্দরর কথা আমরা আসছে। আমরা আর একটা যেটা, আপনি কি এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স কথাটা কখনো শুনছেন? আপনি কি জানেন এটা কি?

উত্তরদাতা:এন্টিমাইটি

প্রশ্নকর্তা:এন্টিমাইক্রোবিয়াল, এন্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স, এটা কখনো শুনছেন?

উত্তরদাতা:না। কখনো হুনি নাই।

প্রশ্নকর্তা:কখনো শুনেন নাই?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স জাতয়ি অসুস্থতা সর্ম্পকে কখনো শুনছেন?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:কখনো শুনেন নাই। এটা কি ধরনের সমস্যা তৈরী করে, এটা কি জানেন?

উত্তরদাতা:উহু।

প্রশ্নকর্তা:আপনার কোন প্রশ্ন আছে আর আমার কাছে জানার জন্য

উত্তরদাতা:না। আমার প্রশ্ন ছিল আমার এইযে বাড়িওয়ালাটা। অহন তো আমাগো

----------oooooooooooooooooooooooooo